NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ওটি টেকনিশিয়ান নাকি টেকনোলজিস্ট কোনটা বলবেন এবার ভেবে দেখুন

নতুন প্রজন্মের ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অভিষেক, দাবি বিধায়কের ৫

কলকাতা ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.12.2023, Vol.17, Issue No. 178, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দিনক্ষণ ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফর সেরে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, দিন দশেক পরে দিল্লি সফর করবেন তিনি। এবারে রাজধানীতে মূলত তাঁর দুটি লক্ষ্য রয়েছে। ইন্ডিয়ার জোটের বৈঠকে যোগ দেবেন তৃণমূল নেত্রী। পাশাপাশি রাজ্যের বকেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা তাঁর।

নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি যাবেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজধানীতে থাকবেন তিনি। জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি শরিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তাঁর আলাদা করে বৈঠক করার কথা। ১৮, ১৯ এবং ২০ ডিসেম্বর একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। ২১ তারিখ কলকাতায় ফিরতে পারেন তিনি।

রাজ্যের 'বকেয়া'র দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন তিনি। শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন মমতা। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে দিল্লি গিয়েছিলেন। আগামী ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র চতুর্থ বৈঠক হওয়ার কথা দিল্লিতে। তাতে আমন্ত্রিত তৃণমূল নেত্রী। তবে জোটের বৈঠকের মধ্যে মমতা ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও এক দিন প্রধানমন্ত্রীর সময় চেয়েছেন। মমতার কথায়, 'সময় দিলে ভাল। না হলে আমাদের যা করার করব।'

এর আগে অক্টোবর মাসে রাজ্যের 'বকেয়া'র দাবিতে দিল্লিযাত্রা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। গত ৪ অক্টোবর রাতে তুলকালাম কাণ্ড দেখা দিয়েছিল কৃষি ভবনে। তৃণমূলের অবস্থানে হাজির হয় দিল্লি পুলিশ। একে একে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় অভিষেক, শান্তনু সেন, বিরবাহা হাঁসদা এবং মহুয়া মৈত্রদের। যার প্রেক্ষিতে সে দিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর দিন।'

শনিবার বাগডোগরায় মমতা অভিযোগ করেন, 'একমাত্র বাংলার সব প্রাপ্য টাকাই বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কোনও স্কিম (প্রকল্প) বন্ধ করিনি। সেই স্কিমগুলোর টাকা যাতে আমরা পাই, তার জন্য আমি ১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ডেট (সময়) চেয়েছি। যদি ডেট দেয় তো ভাল। না হলে আমি (এমনিতেই) ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি যাচ্ছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১০০ দিনের কাজের 'বকেয়া' নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছেন আগেই। জানিয়েছেন, রাজ্যের কয়েক জন মন্ত্রীকে নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করতে চান। মমতা বলেন, '১০০ দিনের কাজের বকেয়ার টাকা দেয়নি কেন্দ্র। আমাদের টাকা আটকে রয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও আমাদের শেয়ার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের যে ভাগের টাকা পাই, সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা তৈরির টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে টাকা পাওয়ার কথা সেটা দেওয়া হচ্ছে না। এটা আমাদের প্রাপ্য টাকা।'

উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ বলেছেন, 'বকেয়া' সংক্রান্ত কথাবার্তা যেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বলে নেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কেন্দ্রের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, 'সব রাজ্য যদি ওই টাকা পায়, তবে আমাদের রাজ্য কেন পাবে না? এই জন্যই আমরা সময় চেয়েছি। যদি সময় দেন তো ভাল। না হলে আমরা তো অবশ্যই যাচ্ছি (দিল্লি)।'

১০০০তম দিনে এসএলএসটি ধর্না, মহিলা চাকরিপ্রার্থীর মুণ্ডন

'সরকার ভুল করলে প্রায়শ্চিত্ত হবে', আশ্বাস কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনের ১০০০-তম দিনে ধর্নামঞ্চে মাথা মুড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন এক এসএলএসটি মহিলা চাকরিপ্রার্থী। কান্নায় ভেঙে পড়া অবস্থায় তাঁর আবেদন ছিল, অবিলম্বে তাঁর মতো চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হোক। তাঁদের কথা শুনুক রাজ্য সরকার। ওই মহিলাকে দেখতেই শাসকদলের তরফে কুণাল ঘোষ ধর্নামঞ্চে উপস্থিত হতেই উঠল 'চোর-চোর' স্লোগান। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের অন্যতম মুখপাত্রের দিকে এক পাটি জুতোও উড়ে আসে। যদিও তার পরেও কুণাল দেখা করেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আলোচনা থেকেই সমাধানের পথ আসে। আন্দোলন তো পালিয়ে যাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে।'

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ২০১৬ সালের এসএলএস-টির নম্বরভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি। সামনের সারির মেধাকে বঞ্চিত করে পিছনের সারির প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এবং এসএমএসের মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগ হয়েছে। এর আগে ২০১৯ সালে ২৯ দিন অনশন করেছিলেন তাঁরা। তখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও তাঁরা চাকরি পাননি, এই অভিযোগে আবার অনশনে বসেন কয়েকশো যুবক-যুবতী। ২০২১ সালে সল্টলেকে ১৮৭ দিন ধর্না দেন তাঁরা। তার পর গত ১০০০ দিবারাত্রি কেটেছে রাস্তায়। কিন্তু চাকরি হয়নি। শনিবার সেই ধর্নামঞ্চে হাজির হন শাসক-বিরোধী দুই পক্ষের নেতারা। একে সদর্থক ভাবেই দেখছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। ১০০০তম দিনে আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বিজেপি এবং বাম নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। বিকেলে ওই মঞ্চে উপস্থিত হন কুণাল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় হুলস্থুল পরিস্থিতি। চাকরিপ্রার্থী, বিরোধী নেতৃত্ব এবং পুলিশের ধস্তাধস্তির মধ্যে পড়ে যান তৃণমূল নেতা কুণাল। বেশ কিছু ক্ষণ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে। যদিও পরে তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে। কুণাল জানান, আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবহিত। এ নিয়ে আলোচনার পথ খোলা আছে। আগামী সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, শাসকদলের তরফে কুণালের উপস্থিতি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর খুশি চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করার পর কুণাল বলেন, 'কোনও একটি জটিলতার জন্য এই চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি আটকে আছে। আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী, সবাই চান আশু সমাধান। এর আগে অভিষেক তো বৈঠক করে বলটাকে রোল করে দিয়েছিলেন।' এর পর কুণাল জানান যে চাকরিপ্রার্থী তাঁর মাথা কামিয়ে ফেলেছেন, তাঁকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক বার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে ওই চাকরিপ্রার্থীর আন্দোলনকে তিনি সম্মান করেন। তাঁর এই মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি দেখা করতে এসেছেন। কুণালের কথায়, 'কার কথায় মাথা কামালেন, দেখতে এসেছি।' অন্যদিকে, এই আন্দোলন এবং চাকরিপ্রার্থীর মাথা কামানো নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় 'নাটক' বলেন। কুণাল আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁরা সৌগত-প্রসঙ্গও তোলেন।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'নিয়োগ নিয়ে জট খুলুক। আজ যখন রাসমণি চুল বিসর্জন দিচ্ছেন, তখন মনে হয়েছে অফিসে কথা না বলে ওঁদের সঙ্গে এসে দেখা করে যাই।' বস্তুত, কুণালের সঙ্গে রাসমণি এবং অন্যান্য চাকরিপ্রার্থীকে বেশ কিছু ক্ষণ বসে কথা বলতে দেখা যায়। কথাবার্তার পর কুণাল বলেন, 'জট খুলছে। তবে একটা আঁকশিতে এসে আটকে রয়েছে। সোমবার বিকেলে তাই আলোচনা করার কথা বলেছি।' তৃণমূল মুখপাত্রের সংযোজন, 'যদি কেউ মনে করেন স্লোগান দিয়ে চাকরি পাবেন, তা করতেই পারেন। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার আছে। আর সরকারের তরফে কোনও ভুল থাকলে সরকারের তরফেই তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

চাকরিপ্রার্থীদের আলোচনায় ডাকলেন ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএলএসটি আন্দোলনকারীদের চাকরি দেওয়া নিয়ে জট খুলতে তৎপর শাসকদল। শনিবার তাঁদের আন্দোলনের ১০০০তম দিনে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে হাজির হয়ে সেই জট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি আন্দোলনকারীদের পাশে বসেই ফোন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। ব্রাত্য বসু চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময়ও দিয়ে দেন। ১১ তারিখ অর্থাৎ সোমবার দুপুর ৩টের সময় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন চাকরিপ্রার্থীদের ৭ প্রতিনিধি। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন কুণাল ঘোষই।

এক নজরে

সপ্তাহান্তে রাজ্যে বাড়বে শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে শীত আসতে শুরু করেছে বাংলায়। মেঘ কেটে রোদ উঠতেই হাওয়াবদল! জলীয় বাষ্প মুছে শুকনো হচ্ছে বাতাস। কমতে শুরু করল সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও। শনিবার কলকাতার পারদ নেমেছে ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চলতি মরশুমে এদিনই মহানগরে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা। যদিও এখনও পারদ রয়েছে স্বাভাবিকের ২ ডিগ্রি উপরে। আশার খবর, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ১৬ ডিগ্রিতে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা নামতে পারে ১১ ডিগ্রিতেও। আপাতত বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা নেই। শনিবারের সকালের দিকটা কুয়াশাচ্ছন্নই ছিল চতুর্দিক। পরে রোদ দেখা দিলেও কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ ছিল। সপ্তাহান্তে বাড়বে শীতের আমেজ। ধীরে ধীরে কমবে তাপমাত্রা। তবে আপাতত জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। উত্তর-পশ্চিমের বাতাস বইবে। উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব ক্রমশ বাড়বে। আগামী তিন দিনে রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। আগামী তিন চার দিনে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। সামনের সপ্তাহে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে। তার প্রভাবে সিকিমে হালকা শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার প্রভাব পড়তে পারে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায়। সকালে হালকা কুয়াশা, পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। আগামী তিন দিন রাতের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। আগামী দুদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এদিকে, উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর পশ্চিম ভারতেও আগামী দুদিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা নামতে পারে। পূর্ব ভারতে তাপমাত্রা নামতে পারে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আয়কর হানায় কংগ্রেস নেতার বাড়ি থেকে রেকর্ড নগদ উদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ৯ ডিসেম্বর: পার্থ-অর্পিতার বাড়ি থেকে ৫০ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা। প্রথম টাকার পাহাড় দেখেছিল রাজ্যবাসী। পার্থ-অর্পিতার বাড়ি থেকে ৫০ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা। এরপরে রাজ্যের একাধিক জায়গায় টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। তবে পার্থ-অর্পিতার বিপুল সম্পত্তির মতো নজর কাড়তে পারেনি অন্যরা। তবে বছরের সেষে ফের মিলল টাকার পাহাড়ের খোঁজ। এবার উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ আরও অনেক বেশি। এখনও অবধি ৩০০ কোটি গুনতে পেরেছে আয়কর দপ্তর। আরও কমপক্ষে ১৯ বস্তা টাকা গোনা বাকি।

এদিকে, কংগ্রেস সাংসদের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার নিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'দেশবাসীর এই টাকার বান্ডিল দেখা উচিত এবং এই নেতাদের সত্য ভাষণ শোনা উচিত। জনগণের কাছ থেকে যা কিছু লুট করা হয়েছে, প্রত্যেকটা পয়সা ফেরত আসবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।'

কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ওড়িশার কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ধীরজ সাহুর। শনিবার রাঁচিতে তাঁর বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় আয়কর দপ্তর। কংগ্রেস সাংসদের বাড়ি থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও মদ কারখানার এক শীর্ষ কর্তা বান্টি সাহুর বাড়ি থেকে টাকাভর্তি প্রায় ১৯টি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ৩০০ কোটি বলে জানা গিয়েছে। এটিকে আয়কর অভিযানে ভারতের সবচেয়ে বড় নগদ উদ্ধারের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

আয়কর সূত্রে খবর, আরও বেশ কিছু জায়গায় নগদ লোকানো রয়েছে। সবটা উদ্ধার হলে ৩০০ কোটির রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে। জানা গিয়েছে, কংগ্রেস সাংসদের বাড়ি থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি টাকা উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে মদ কারখানার অন্যতম মালিকের বান্টি সাহুর বাড়ি থেকে ১৯ ব্যাগ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। টাকা গোনার মেশিন ব্যবহার করছেন ব্যাংক কর্মীরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বান্টির বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। উভয়ের বাড়িতে বিভিন্ন আসবাবের ভিতরে লোকানো ছিল নগদ এবং গয়না। ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলার বিভিন্ন জায়গায় শনিবার তল্লাশি চালাচ্ছে আয়কর দপ্তরের ১০০ জন আধিকারিক।

এদিন যে টাকা উদ্ধার হয়েছে সেগুলি বোলাঙ্গির জেলার ব্যাংকগুলিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক আয়কর আধিকারিক। বোলাঙ্গিরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আঞ্চলিক ম্যানেজার ভগত বেহরা বলেন, 'দু'দিনের মধ্যে টাকা গোনার কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছি। ৫০ জন ব্যাংককর্মীকে এই কাজে লাগানো হয়েছে।' আরও কর্মীদের এই কাজে লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন বেহরা।

তিনি আরও জানান, টাকাভর্তি ১৭৬টি প্যাকেট হাতে পেয়েছেন। তার মধ্যে ৪০টি প্যাকেট গোনা হয়েছে ইতিমধ্যেই। বাকি প্যাকেট গোনা চলছে। ৪০টি প্যাকেটেই টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা ছুঁয়েছে। শুধু বোলাঙ্গিরেই নয়, তিতলাগড়েও টাকা গোনার কাজ চলছে। যে সব ব্যাংকে টাকা গোনার কাজ চলছে, সেখানে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেহরা।

এর মধ্যেই আবার খবর প্রকাশ্যে এসেছে যে, বৌধ জেলার যে মদ কারখানায় আয়কর হানা চলছে, তার কাছেই একটি জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ ছেঁড়া ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়রাই এই টাকা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

হিন্দু পরিবারে কর্তা মহিলারাও

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কর্তা বা প্রধান হতে পারেন মহিলারাও। পুরুষকেই পরিবারের প্রধান হিসাবে মান্যতা দিতে হবে, তার কোনও মানে নেই। আইনও এ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাকে আলাদা চোখে দেখে না। একটি মামলার শুনানিতে এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সমাজ কী ভাবছে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা আইনের মাপকাঠি হতে পারে না। তার জন্য আইন বদলাতে পারে না। ভারতের আইনসভা, এমনকী হিন্দু আইনেও মহিলাদের পরিবারের প্রধান বা কর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কোনও বাধা নেই।

দানিশ আলিকে বহিষ্কার করল বিএসপি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সাংসদ দানিশ আলিকে সাসপেন্ড করল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে বিজেপি যখন থেকে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে, তখন থেকেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন দানিশ। লোকসভার এথিক্স কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবেও মহুয়া সংক্রান্ত বিতর্কে সরাসরি বিজেপি এবং কমিটির প্রধান বিনোদ সোনকরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। মহুয়ার সঙ্গেই আলোচনার মাঝপথেই তাঁকে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। শনিবার বিএসপির তরফে সাসপেন্ড সংক্রান্ত যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তাতে বলা হয়, বহু বার দানিশকে সতর্ক করা হলেও তিনি 'দলবিরোধী' কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁকে বহিষ্কার করতে 'বাধ্য' হচ্ছে দল।

আইএস জঙ্গি কার্যকলাপ দমনে অভিযান

মহারাষ্ট্র, কর্নাটকের ৪০ জায়গায় এনআইএ তল্লাশি, ধৃত ১৩

মুম্বই ও বেঙ্গালুরু, ৯ ডিসেম্বর: আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকের ৪০ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শনিবার সকালে দুই রাজ্যে এই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে এনআইএ।

মহারাষ্ট্রের থানে, পুণে, মীরা ভায়ান্দরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে বলে এনআইএ সূত্রে খবর। তদন্তকারী সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, থানে গ্রামীণ এবং শহরের বহু জায়গায় তল্লাশি চলছে। কর্নাটকের এক জায়গায়, পুণের দু'জায়গায়, থানে গ্রামীণের ৩১ জায়গায়, থানে শহরে ৯ জায়গায় এবং ভায়ান্দরের এক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এনআইএ সূত্রে খবর। আইএস কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গত অগস্টে আকিফ আতিক নাচান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। পরে আরও পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় নভেম্বরে। এনআইএ সূত্রে খবর, মুম্বই থেকে গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাবিশ নাসের সিদ্দিকি নামে এক ব্যক্তিকে। জুবেইর নুর মহম্মদ শেখ এবং আদনান সরকার গ্রেপ্তার হয় পুণে থেকে। শরজিল শেখ এবং জুলফিকার আলিকে গ্রেপ্তার করা হয় থানে থেকে।

নির্বাচনে জেতার সত্যিটা জানালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: নির্বাচনে জেতার জন্য কী করতে হয়, তা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু মোদির আক্ষেপ কিছু রাজনৈতিক দল এই সহজ সত্য বোঝে না। শনিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি মনে করেন, নির্বাচনে জিততে হলে জনগণের হৃদয় জেতা খুব জরুরি। কখনই মানুষের জ্ঞানকে হেয় করে দেখতে নেই। নির্বাচনে জেতার জন্য মানুষের মধ্যে যাওয়া জরুরি বলে মনে করে তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়, বলেও বিরোধীদের এ দিন কটাক্ষ করেছেন তিনি। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা দেশের মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের জনগণের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমাদের সরকার 'মা-বাপ' নয়। কিন্তু বাবা-মায়েদের সেবা করে। একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সেবায় নিযুক্ত।' এর পরই তিনি বলেছেন, 'মোদি গরিবের খেয়াল রাখে। যার কেউ নেই তাঁর জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা থাকে। আমার কাছে প্রত্যেক গরিব ভিআইপি। প্রত্যেক মা, বোন, মেয়ে ভিপিআই। প্রত্যেক যুব ভিআইপি।'

জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রন্থাগার সমাজকে শিক্ষার আলো দেখাবে সেই ভাবনাতে বলীয়ান হয়ে পথ চলা। আর সেই গ্রন্থাগারের সামনেই শনিবার অজ্ঞানতার ছবি ধরা পড়ল। সাম্প্রতিককালে জাতীয় সংগীত অবমাননা নিয়ে রাজ্যে একাধিকবার বির্তক তৈরি হয়েছে। এবারে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার চিত্র ফুটে উঠল হাওড়াতে। শনিবার সকালে হাওড়ার জেলা গ্রন্থাগারের সামনে জাতীয় পতাকার অবমাননার চিত্র ধরা পড়ল। রবিবার হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের কর্মচারী ইউনিয়নের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রন্থাগারের সামনের অংশকে সাজানো হয়েছে। সেখানে একটি বাঁশের উপর টাঙানো হয়েছে ইউনিয়নের পতাকা। আর গোটা বাঁশকে মোড়ানো হয়েছে অশোক চক্র সহ জাতীয় পতাকার সাদা অংশ দিয়ে। শুধু তাই নয়, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে জাতীয় পতাকার উপরের গেরুয়া ও নিচের সবুজ অংশটি। শুধু জাতীয় পতাকার সাদা অংশে যেখানে অশোক চক্রটি থাকে সেই অংশ দিয়ে মোড়ানো হয়েছে বাঁশটি। আর তার উপরে টাঙানো হয়েছে ইউনিয়নের পতাকা। যা চোখে

পড়ার মতোই। বিষয়টি নজরে আসতেই ওই এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে রাজনৈতিক মহলে। শাসক দল ঘনিষ্ট ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে এহেন জাতীয় পতাকার অবমাননার বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বহু মানুষ। জাতীয় পতাকাকে চিরে তিন টুকরো করে এই অশোক চক্র সহ সাদা অংশটি আলাদা করে বের করা হয়েছে সেটাও ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

স্থানীয় পথচারী রাজু বালা দাবি করেন, যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তারা খুবই অন্যায় করেছে। জাতীয় পতাকা দেশবাসীর আবেগের প্রতীক। সেটাকে এভাবে ছিঁড়ে অনুচিত কাজ হয়েছে। যারা করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

পাশপাশি এই ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, এটাই তৃণমূলের আসল চরিত্র। এর আগেও আমরা দেখেছি দেশের সংবিধান, আইন, সেনাবাহিনী কিছুই মানে না। আর আজকে দেশের জাতীয় পতাকার সঙ্গে যা করেছে তা সকলের চোখের সামনে আছে। জাতীয় পতাকার তিনটে রঙের মধ্যে দিদির পছন্দের শুধু নীল সাদাই করে দিয়েছে। এটা জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনা। আমি হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে এফআইআর করব। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক। যারা দেশের জাতীয় পতাকা কিভাবে টাঙানো হয় সেটা জানে না, দেশের সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো বোঝে না, শুধু তোলাবাজি, কোথা থেকে পয়সা লুট করব এটা বোঝে তাদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই।

যদিও এই বিষয়ে বাণিজ্যিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, দেশ অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা পেয়েছে। জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তাই জাতীয় পতাকার অপমান করা কখনোই কাঙ্খিত নয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী।

সূত্রের খবর এরপর মন্ত্রীর নির্দেশে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের সামনে থেকে জাতীয় পতাকার ওই অশোক চক্র সহ সাদা অংশটি খুলে নেওয়া হয়।

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সহায়ক নিয়োগে স্বল্প মেয়াদের পাঠ্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসা ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সহায়ক নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার স্বল্প মেয়াদের পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, মোট ১৫ টি বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী এই পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অংশ হিসাবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, যে সমস্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইনে নথিভুক্ত রয়েছে সেখানেই এই ১৫টি কোর্স চালু করা যাবে। সরকারি এবং বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তবে কোর্স চালু করার আগে রাজ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তারাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে এই ছাড়পত্র দেবে। এই ১৫টি পাঠ্যক্রমের মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক উভয় স্তরের জন্য আলাদা আলাদা পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিছু কোর্সে পড়াশোনার জন্য কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে হবে। মূলত যে সমস্ত কোর্সের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে বায়ো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন সেগুলি হল-ল্যাব টেকনিশিয়ান, এক্স রে টেকনিশিয়ান, ব্লাড কালেকটক বা রক্ত সংগ্রকারী-র জন্য সহকারী। এছাড়াও কার্ডিয়াক কেয়ার, হাসপাতালের প্রশাসনিক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহকারীর জন্য যে কোর্সগুলি প্রয়োজন সেখানে এই বায়ো সায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বল্প সময়ের জন্য এই কোর্স চালু করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি কোর্সের জন্য আলাদা আলাদা সময়সীমা রয়েছে।

তবে ৩৬০ থেকে ৭২০ ঘণ্টার মধ্যে হতে চলেছে কোর্সগুলি। যাঁরা এই কোর্সগুলি করবেন তাঁদের থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল-সহ বাস্তবে কাজ করে তা শেখার ব্যবস্থাও করা থাকবে। মূলত গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা প্রদানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের কথা মাথায় রেখে এই কোর্সগুলি চালু করা হয়েছে।

> যে সমস্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইনে নথিভুক্ত রয়েছে সেখানেই এই ১৫টি কোর্স চালু করা যাবে। সরকারি এবং বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তবে কোর্স চালু করার আগে রাজ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তারাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে এই ছাড়পত্র দেবে।

পাটনায় পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সমন্বয় দৃঢ় করতে আজ পাটনায় পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ বা ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠক বসছে। ওই বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে ব্যস্ত থাকার কারণে অর্থমন্ত্রী, ওই বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং অর্থসচিব মনোজ পন্থ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁদের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে থাকবেন। পর্ষদের সভাপতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য পোস্ট ও ফেন্সিং তৈরির জমির বিষয়টি বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে রয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। এর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে নদীর জলের বণ্টন, পোস্ত চাষের অনুমোদনের মতো বিষয়গুলি উঠে আসতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রতি বছর কাউন্সিলের বৈঠক হয়। গত বছর নবান্ন সভাঘরে পরিষদের বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গে নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় এই বৈঠকে যাবেন না বলে আগেই ঠিক ছিল। উল্লেখ্য, কলকাতার বৈঠকেও গতবার বিহার এবং ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীরা আসেননি। এবার ওই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সশরীরের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন অথবা প্রতিনিধি পাঠাবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মহুয়ার গড় কৃষ্ণনগরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ সভা

নিলয় ভট্টাচার্য, নদিয়া

সংসদে ক্যাশ অ্যান্ড কয়ারি ইস্যু নিয়ে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বহিষ্কারের প্রতিবাদে মহুয়া মৈত্রের গড় কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা করল নদিয়া জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এদিন সরব হয় ছাত্র যুব এবং অসংখ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদে কিছু না বলতে দিয়ে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। আর তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সরব হল ছাত্র যুব এবং অসংখ্য তৃণমূল নেতা কর্মী সকলে। ভারতবর্ষের সংসদে মহুয়া মিত্রের কণ্ঠস্বর রোধ করে বিজেপি সরকার যে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তার জবাব আগামী ২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগরের মানুষ দেবে এই দাবি তোলা হয় এদিনের প্রতিবাদ সভায়। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে এই বিজেপি সরকার। আর মহুয়া মৈত্র বহিষ্কারের পর এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মোদি আর আদানিই ভারতবর্ষে চালাচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব এও দাবি করে আগামী ২৪ নির্বাচনে ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদিকে সমুচিত জবাব দেবে কৃষ্ণনগরের মানুষ। এদিন কৃষ্ণনগর ছাড়াও নদিয়ার করিমপুর, নাকাশিপাড়া সহ বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে কৃষ্ণনগরের সাংসদকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সংঘটিত হয়।

আইএনটিটিইউসির ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএনটিটিইউসির ২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে এক বিরাট রক্তদান শিবির সহ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এরই পাশাপাশি দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠান উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে এবং আইএনটিটিইউসি সদস্য বাপি ঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

চাষিদের গালিগালাজ, প্রতিবাদ জানাতে গোঘাট থানায় শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কুইন্টাল প্রতি পাঁচ কেজি করে ধানের বাটা বাদ দেওয়ায় কৃষকেরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে। পাশাপাশি এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে তারা। ঘটনাটি ঘটে বুধবার ৬ ডিসেম্বর হুগলির গোঘাটের ভিকদাস এলাকায়। এই পথ অবরোধ তুলতে গিয়ে গোঘাট থানার পুলিশ বিশেষ করে গোঘাট থানার ওসি অরূপ কুমার মণ্ডল ওই এলাকার চাষিদের গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ ওঠে। তারপর পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরব হন। রীতিমতো টুইট করে পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে প্রতিবাদ করেন তিনি। শনিবার তিনি শ্রীনগরের সভা সেরে গোঘাট থানায় আসেন। পূর্বের ঘোষণার মতই শুভেন্দু অধিকারী

গোঘাট থানা গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেন। চাষিদের বিরুদ্ধে কেন তিনি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছেন এই বিষয়ে কথা বলেন। যদিও গোঘাট থানার ওসি অরূপ কুমার মণ্ডল থানায় ছিলেন না।

এরপর সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে তিনি জানান, অন্নদাতা কৃষকদের শুয়োরের বাচ্চা বলেছেন একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। এই শধ গ্রহণযোগ্য নয়। সিনিয়র বা জুনিয়র প্রশ্ন নয়, এই ধরনের গালিগালাজ করা যায় না। ফোনে ফোনে অনেককে সরি বললেও রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কাছে উনি সরি বলবেন। তারপর আপনাদের সামনে এসে আমি বলব উনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন বলে স্বীকার করেছেন। ম্যাটার ক্লোজ। কিন্তু মমতার পুলিশ পালিয়ে গেছেন। সেকেন্ড অফিসার একজন লেডি অফিসার ছিলেন। পুলিশ মন্ত্রীকেও অধিকার দেননি কৃষকদের শুয়োরের বাচ্চা বলার। আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে গেলাম। আলুর কালোবাজারি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কৃষকদের অবস্থা ভয়াবহ। আমি একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। বৃষ্টির আগে বারোশো টাকা বস্তা আলু বীজ বিক্রি হচ্ছিল। পড়ে সেটা আড়াই হাজার টাকা হয়।

রাজ্য সরকার সচেতন না করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। কৃষকদের বাটা টাকাটা নামে ৫ কেজি করে ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে কার্ডিওলজিস্ট বিভাগে বেড না পেয়ে এক মহিলার মৃত্যু প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এসএসকেএম হাসপাতালে চোর ডাকাতদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালীঘাটের কাকুকে শিশুদের আইসিউতে ঢোকানো হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **T. RAJESWARI** D/o Maddi Lakshmayya, W/o T Eshwar Rao, residing at Ward No. - 13, Rly Area, Post : Nimpura, PS : Kharagpur, Dist. : Paschim Medinipur have changed my name from **M RAJESWARAMMA @ T RAJESHBARI** to **T. RAJESWARI** for all purpose vide an affidavit no.- 8711/01 dated 06/12/2022 in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Kharagpur. That **T. RAJESWARI** W/o T Eshwar Rao, **M RAJESWARAMMA** D/o Maddi Lakshmayya & **T RAJESHBARI** W/o T Eshwar Rao is one and same identical person i.e. myself & henceforth my actual / correct name with surname is **T. RAJESWARI** for all purpose.

নাম-পদবী

কালিগঞ্জ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে মিড ডে মিল (পি- এম পোষণ) প্রকল্পে ব্লক লেবেল অ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্ট পদের জন্য প্রাক্তন সরকারি কর্মীদের কাছে থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে (B.D.O, Kaliganj Notification no. 4026/KLJ, dt ০৮.১২.২০২৩)। আবেদনের শেষ তারিখ ২১.১২.২০২৩। বিস্তারিত জানতে কালীগঞ্জ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে যোগাযোগ করুন।

আদেশানুসারে
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার
কালিগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ব্লক,
নদীয়া।

CHANGE OF NAME

Ruby Sanyal D/o Radhabinod Mukhopadhyay W/o Susanta Kumar Sanyal residing at Road No.5A BB Flat,Block No.4,DoorNo. 3 Riverside Township, P.O-Burnpur Dist-Burdwan P.S. Hirapur W.B & Rubi Mukhopadhyay D/o Radhabinod Mukhopadhyay W/o Susanta Kumar Sanyal is the same and one identical person vide affidavit before the Notary Public at Asansol on 22/05/2008.

Public Notice

This is to inform the general public that Ravi Kumar Agarwal, S/o. Niranjan Lal Agarwal having DoB 05/12/1982 and Ravi Agarwal is similar person and Resident 63A/1B Hari Ghosh Street. Kolkata- 700006 as sworn before the Metropolitan Magistrate 10h Court, Calcutta, vide affidavit No. 33AA508565 dated 30.09.2023. And shall be known as Ravi Kumar Agarwal for all purpose henceforth.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, KANCHAN DUTTA S/O Gopal Chandra Dutta resident at Vill. Ramkrishnapally, P.O. Abdalpur, P.S. Madhyamgram, Kolkata-700155, hereby declare that my father "GOPAL DUTTA" AND "GOPAL CHANDRA DUTTA" are same and one identical person through an affidavit before the Judicial Magistrate, 1st Class at Barasat, North 24pgs. on 05.12.23.

CHANGE OF NAME

I, KANCHAN DUTTA S/O Gopal Chandra Dutta resident at Vill. Ramkrishnapally, P.O. Abdalpur, P.S. Madhyamgram, Kolkata-700155, hereby declare that my mother "SHIKHA DUTTA" AND "SIKHA DUTTA" are same and one identical person through an affidavit before the Judicial Magistrate, 1st Class at Barasat, North 24pgs. on 05.12.23.

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No.06/5TH SFC/ Harekrishnapur/ 2023-24, 07/ 15TH CFC/ Harekrishnapur/ 2023-24.** Last date of submission **14.12.2023** and **19.12.2023 Up to 6p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 23e/ KNGP/2023-24/15th FC & 24e/KNGP/2023-24/SBM. Date - 08.12.2023,** Last date of submission **14.12.2023 up to 12a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that document bearing original partition Deed no 2334 dated 13th June, 2007 expected between Vikash Kumar Agarwal and Narender Kumar Agarwal registered at the Office of the District Sub-Registrar, Howrah has been misplaced and not traceable yet. The report of the same has been lodged at Belur police Station on 2nd December, 2023 vide GD No 80.
If found kindly inform to Narender Kumar Agarwal at 109/2, Girish Ghosh Road, Belurmath, Howrah, 711202, Phone No. 9830154485.

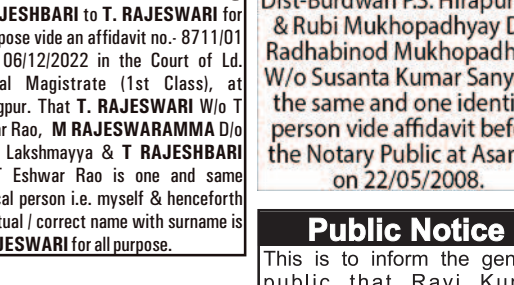

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই ডিসেম্বর, ২৩ শে অগ্রহায়ণ। রবিবার ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র দশা, বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদদোষ।

মেষ রাশি : আজ দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্যও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আগামীকাল সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধন প্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদ প্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতি উত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে দূর ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর , জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি বিশেষতঃ যারা ঔষধের ব্যবসা করেন। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আগামীকাল ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন।আজ একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। মাসি মেসো সম্পর্ক উন্নতি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বিদ্যার্থী দের শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : জটিলতা হতে পারে। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : হঠাৎ করে অর্থ ক্ষতি। সচেতন থাকা শুভ। আজ তর্ক বিতর্কে গেলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : আজ ধৈর্য রাখলে,অতীব শুভ যোগ। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। গোপন আলোচনা দ্বারা শুভ। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করে ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌড় বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী র ভূমিষ্ঠ দিবস। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্য

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১০ ডিসেম্বর ২৪ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, রবিবার

সোমবার থেকে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনে নামছে বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনে নামছে বঙ্গ বিজেপি। সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে জেলায়-জেলায় বিজেপির কিষান মোর্চার তরফ থেকে করা হবে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ। বঙ্গ বিজেপির দলীয় মুখ পাত্র শমীক ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'রাজ্যে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারছে না তারা। এমনকী, প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে বলেও দাবি তাদের। রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার বিরুদ্ধেই আন্দোলনে নামছে বিজেপি।' এ প্রসঙ্গে শমীক শনিবার এও বলেন, 'কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে রাজ্যে পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পর রাজ্যে চাষিদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। তৃণমূলের জন্যই সহায়ক মূল্য ধান বিক্রি করতে পারছে না চাষিরা। চাষিদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

এদিকে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, শনিবার এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি জানান, জেলায়-জেলায় বিডিও, এসপি অফিসের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ করবে বিজেপির কিষান মোর্চা। এদিকে বর্তমানে জেলায়-জেলায় কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন চলছে। তবে সেখানে দলীয় পতাকা ব্যবহার করা হচ্ছে না। সোমবার থেকে পদ্মশিবির এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়েই এবার রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নামছে।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে হুগলির গোঘাটে কিষানমান্ডিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন চাষিরা। অভিযোগ, সেখানে কৃষকদের গালিগালাজ ও মারধর করে পুলিশ। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চাষিদের অভিযোগ ছিল, সহায়কমূল্যে ধান বিক্রিতে অনিয়ম হচ্ছে। কিষানমান্ডিতে ধান বিক্রি করতে গিয়ে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এর প্রতিবাদে চন্দ্রকোণা রোডে সভা করবে বিজেপি। থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর পরই জেলায় জেলায় শুরু হবে গেরুয়া শিবিরের কৃষক আন্দোলন। যা দেখে রাজনৈতিক মহলের দাবি, লোকসভা নির্বাচনের আগে কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে গ্রামের মানুষের মন পেতে চাইছে বিজেপি।

মিগজাউমের প্রভাবে বাড়ল ডিমের দাম, ভাটা আমদানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে হঠাৎ-ই দাম বেড়েছে আলু থেকে বিভিন্ন সবজির। এদিকে মিগজাউমের পরই দাম বেড়েছে ডিমের। কারণ, এই মিগজাউমের তাণ্ডবে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরলের জনজীবন কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত। ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে দুই রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। যার জেরে দক্ষিণের রাজ্য থেকে ডিম আমদানিতে ভাটা পড়েছে। আবার শীত পড়তেই ডিমের চাহিদাও আকাশছোঁয়া। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জোগান মিলছে না বলে খবর। আর সেই কারণেই নাকি আঁচ পড়েছে ডিমের মূল্যে। দাম ৬ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ টাকায়। এদিকে সূত্রে খবর, প্রতিদিন পশ্চিমবাংলায় দু'কোটির বেশি ডিম আমদানি হয়। তাহলে কেন হঠাৎ এই মূল্যবৃদ্ধি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

এদিকে পুজো থেকেই কলকাতার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী সবজির দাম।

বিয়ের মরশুমে মাছ, মাংসের দামও বেড়েছে অনেকটা। ফলে খাবার থালায় প্রোটিনের ছোঁয়া পেতে ভরসা ছিল একমাত্র ডিম। আর রাজ্যে ডিম আমদানি হয় অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা থেকে। তবে ডিসেম্বরে শহরে থাকে কেক তৈরির রমরমা। শহরের ছোট বড় সমস্ত বেকারিতেই বিভিন্ন ধরনের কেক তৈরি হয় এই সময়। যে কারণে প্রতিবারই ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ডিমের দাম থাকে বেশ কিছুটা ঊর্ধ্বমুখীই থাকে। প্রতি বছরের ডিসেম্বরের ১২তারিখের পর থেকে ডিমের দাম বাড়তে শুরু করে। লাগাতার ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়তে-কমতে থাকে। গত বছরও ডিমের দাম ৭ টাকা পর্যন্ত বেড়েছিল। সেটি সবথেকে বেশি আট দিন ধরে চলেছিল। তবে এবার মিগজাউমের জেরে ডিসেম্বরের শুরুতেই বাড়ল ডিমের দাম। এরপর চাহিদা বাড়তে থাকলে ডিমের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এখন সেটাই দেখার।

ডিমের দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের এগ মার্চেন্টের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি,কাজল দত্ত জানান, 'মূলত অন্ধ্রপ্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, ওখানেই ডিমের চাহিদা ইতিমধ্যে বেড়েছে। সঙ্গে গত তিন দিন ধরে ডিমের যোগান কম আসছে। এ রাজ্যে যার ফলে ডিমের দাম পেটি প্রতি ১০০ টাকা করে বেড়েছে। তবে এই দাম খুব একটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।'

অকাল বৃষ্টিতে মাথাচাড়া দেবে না ডেঙ্গু, আশ্বাস পতঙ্গবিদদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় কমেছে ডেঙ্গুর তাণ্ডব। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালও ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের ভর্তি নিয়ে এখন অনেকটাই চাপমুক্ত। আক্রান্তের সংখ্যাও যেমন কমে এসেছে ঠিক তারই সঙ্গে কমেছে সমানুপাতিক হারে কমেছে গুরুতর অসুস্থের সংখ্যাও। বাস্তবিক ভাবে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুর রোগীর সংখ্যা এখন নামমাত্র। বিভিন্ন হাসপাতাল সূত্রে খবর, গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যাও এখন অক্টোবর-নভেম্বরের তুলনায় বেশ কম। পুজোর আশপাশে যখন ডেঙ্গুর চূড়ান্ত তাণ্ডব চলছে, তখন সপ্তাহে গড়ে ১০-১২ হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিলেন। সেখানে এখন সাপ্তাহিক আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজারেরও কম। সে সময়ে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে যে কোনও দিন ভর্তি থাকতেন অন্তত ৬০ জন রোগী। সেখানে আইডি-তে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৫-৭ জন বড়জোর। পিজি হাসপাতালে সে সময়ে গড়ে ২০-২২ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি থাকতেন রোজ। সংখ্যাটা এখন ৩-৪ জনে নেমে এসেছে। শুধু সরকারিতে নয়, একই ছবি দেখা যাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও।

এমনই এক সময়ে মিগজাউমের প্রভাবে কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ১০টি জেলায় গত দু'-তিন দিন বৃষ্টিপাত হতে ফের ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন অনেকেই। কারণ, বৃষ্টির জমা জলই ডেঙ্গুর বাহক মশা এডিস ইজিপ্টাইয়ের আঁতুড়ঘর। তাই মাঝারি বর্ষণ সব সময়েই সংক্রমণ বৃদ্ধির নিরিখে বিপদ ডেকে আনে। এদিকে গত দু' দিনে শুধুমাত্র কলকাতাতেই ৪৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সংলগ্ন জেলাগুলিতেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কাছাকাছি। তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মিগজাউমের প্রভাবে হওয়া এই বৃষ্টিতে জমা জল নিয়ে বড় সমস্যা হবে না। কারণ, আলিপুর আবহাওয়া আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস জানিয়ে দিয়েছে রবিবার থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলবে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে কমবে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও। পাশাপাশি সামনের সপ্তাহে তাপমাত্রাও নেমে আসবে ১৫-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর এহেন আবহাওয়া একেবারেই এডিস মশার বংশবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে না। ফলে বাড়বে না সংক্রমণও।

এরই পাশাপাশি পতঙ্গবিদরা এও জানান, শুধু জল জমলেই তো আর মশা জন্মাবে না। সেই জমা জল অন্তত দিন দশেক থাকতে হবে। মশার ডিম পাড়া থেকে শুরু করে লার্ভা ফুটে মশার পরবর্তী প্রজন্ম জন্মানো পর্যন্ত। পাশাপাশি ১৬ ডিগ্রির কম তাপমাত্রাও এডিস মশার বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল। তাই মিগজাউমের জেরে ডেঙ্গুর ফের মাথাচাড়া দেওয়ার আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে।

সুজয়কৃষ্ণর ঘটনায় বিরক্ত ইডি
মিলছে আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে। সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আর বিলম্ব করলে চলবে না। এদিকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে টালবাহানা চলছেই। আর এতেই অত্যন্ত বিরক্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার সকাল থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটে তাতে এবার আদালতে যাওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখছে না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে খবর মিলছে, বিশেষ আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আর সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-কে।

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাস ধরে এই হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতে অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তদন্তের স্বার্থে একটি ফোনের কথোপকথনের প্রমাণ পেতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া জরুরি বলে মনে করেছে ইডি। গত সেপ্টেম্বরে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বাধা পেতে হয় আধিকারিকদের। পরবর্তীতে সুজয়কৃষ্ণের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় নমুনা সংগ্রহের অনুমতি দেন। সেই মতো শুক্রবার এসএসকেএম-এ পৌঁছেও যায় ইডি। এরপর হঠাৎ-ই জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত থেকে নাকি বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে তাঁর। পরে এমএসভিপি পীযূষ রায় পৌঁছে ইডি-কে জানান, সুজয়কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্স, কেন্দ্রীয় বাহিনী অপেক্ষা করে ফিরেও যায়। কারণ, কোনও ভাবেই জোকা ইএসআই-তে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে।

এদিকে সূত্রে খবর, এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি আইসিইউ-এর ১৮ নম্বর বেডে ভর্তি রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের সুজয়কৃষ্ণর বিছানা নীল রঙের পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে। আর কোনও রোগীর ক্ষেত্রে এরকম ব্যবস্থা নেই। আর বাইরে রয়েছে গার্ড। ফলে পর্দার আড়ালে তিনি কী করছেন বোঝার উপায় নেই।

ভাটপাড়ার গোলঘরে করিম শাহ মাজারে চাদর চড়ালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিল ইউনিটের সংখ্যালঘু সদস্যরা ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর 'দাতা করিম শাহ' মাজারে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং শনিবার বিকেলে হাজির হয়েছিলেন গোলঘর মাজারে। সেই মাজারে তিনি চাদর চড়ালেন। সাংসদ ছাড়াও উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিল ইউনিটের সম্পাদক অজয় রায়, মহম্মদ সুলতান, কালীচরণ দুবে-রা হাজির ছিলেন। জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ওয়েভারলি জুটমিল ইউনিটের সম্পাদক অজয় রায় বলেন,

ভেদাভেদ ভুলে জগদ্দল-ভাটপাড়ায় যে কোনও উৎসব কিংবা অনুষ্ঠানে সকলে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকি। এটাই এখানকার প্রাচীন রীতি। এদিন তাদের শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে জনপ্রিয় সাংসদ গোলঘর মাজারে হাজির হয়ে চাদর চড়ালেন। অজয় বাবু আরও জানান, দাতা করিম বাবার কাছে তারা কামনা করলেন, যাতে তাদের প্রিয় নেতা টিকিট পেয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে পারেন।

কেটে গিয়েছে ১২ বছর, আমরির ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। শনিবার সাফারি পার্কে।
ছবি: অদিতি সাহা

কিফ-এর মঞ্চে জন্ম শতবর্ষে বিশেষ সম্মানজ্ঞাপন পরিচালক লিন্ডসে অ্যান্ডারসনকে

শুভাশিস বিশ্বাস

সময়টা ১৯৬৮। হস্টেলের নিজের ঘরে বসে সেদিনের এক যুবক ঘোষণা করেছিলেন 'একজনই পারে এ পৃথিবী বদলাতে, লাগবে একটা বুলেট সঠিক জায়গায়।' ইফ ছবিতে এমনটাই বলেছিলেন ওই সিনেমারই এক চরিত্র মিক ট্র্যাভিস। এই মিক ট্র্যাভিস চরিত্রটি ইফ ছবিতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের হাতে। মিকের এই কথারই যেন বাস্তব প্রতিফল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালে দেখেছিল কলকাতাবাসী। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে নজরে এসেছিল এক সোচ্চার বার্তা 'রাইফেলের নলই শক্তির উৎস'। শুধু কলকাতাই বা বলি কেন, তখন বিশ্বের নানা শহরে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে তরুণদের তীব্র প্রতিবাদ। প্যারিস, রিও, নিউ ইয়র্ক, টোকিও , লন্ডন, রোমের মতো নানা শহরে এই প্রতিবাদের হাত ধরেই চেষ্টা চলেছে জীবনের এক নতুন দিগন্ত খোঁজার। ঠিক মনই প্রেক্ষাপটে ইফ-সিনেমার হাত ধরে এক বিপুল জনপ্রিয়তা পেলেন লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। এই ছবি দেখানো হল কান ফেস্টিভ্যালে। আর এখানেই তীব্র আপত্তি উঠল ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি কান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন এ ছবি দেখানো চলবে না। কারণ, এই ছবিতে অপমান করা হয়েছে সমগ্র ইংরেজ জাতিকে। কিন্তু কানস কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ মানতে নারাজ। দেখানো হল ছবি। তবে পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দিতে সেদিন এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি কাউকেই। সেদিনের এই ঘটনায় ইফ ছবির সদস্যদের মানসিক অবস্থা ঠিক কী হয়েছিল জানা নেই। তবে সেদিনই তাঁরা ইংল্যান্ডে ফেরেন। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর এক ফোন পান লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। ফোনে জানানো হয়, ১৯৬৯-এর সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে ইফ। এর থেকে আর ভালো খবর কি-ই বা হতে পারে এক পরিচালকের কাছে। ইংরেজ প্রভুদের গালে এক স্পষ্ট চপেটাঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৩ লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের জন্ম শতবর্ষ। আর এই জন্ম শতবর্ষে জন্ম শতবর্ষে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হচ্ছে লিন্ডসে অ্যান্ডারসনকে।

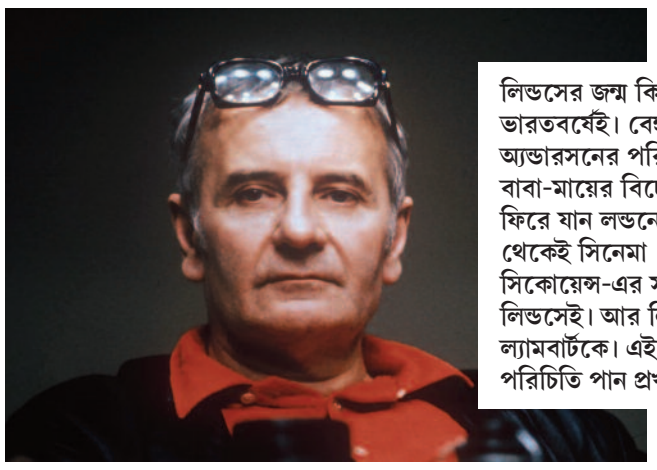

লিন্ডসের জন্ম কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষেই। বেঙ্গালুরুতে। কর্মসূত্রে তখন অ্যান্ডারসনের পরিবার ভারতবাসীই। তবে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের ঘটনায় লিন্ডসের মা ফিরে যান লন্ডনে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সিনেমা সম্পর্কিত এক পত্রিকা সিকোয়েন্স-এর সম্পাদনা করতেন এই লিন্ডসেই। আর লিন্ডসে পাশে পান গাভিন ল্যামবার্টকে। এই গাভিন ল্যামবার্ট পরে পরিচিতি পান প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার হিসেবে।

আরও একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য হল এই লিন্ডসের জন্ম কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষেই। বেঙ্গালুরুতে। কর্মসূত্রে তখন অ্যান্ডারসনের পরিবার ভারতবাসীই। তবে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের ঘটনায় লিন্ডসের মা ফিরে যান লন্ডনে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সিনেমা সম্পর্কিত এক পত্রিকা সিকোয়েন্স-এর সম্পাদনা করতেন এই লিন্ডসেই। আর লিন্ডসে পাশে পান গাভিন ল্যামবার্টকে। এই গাভিন ল্যামবার্ট পরে পরিচিতি পান প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার হিসেবে। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন কারেল রিজ, টনি রিচার্ডসনের মতো আরও অনেকেই। তবে অক্সফোর্ড থেকে স্নাতকোত্তর করার সময় কিছুদিনের জন্য ভারতে আসেন লিন্ডসে। এরপর দেশে ফিরেই শুরু করেন ফ্রি সিনেমা মুভমেন্ট। যেখান থেকে দাবি তোলা হয় রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত সিনেমার। লিন্ডসের প্রথমের দিকে যে সব ছবি করেন তাতে তুলে ধরা হয় ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণির নানা দিককে। এককথায়, প্রতিষ্ঠান বিরোধী। সমান টান ছিল নাটকের প্রতিও। তারই ফলস্বরূপ তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয় রয়াল কোর্টের আর্টিস্টিক ডিরেক্টরের। অকল্পনীয় প্রস্তাব! এরপরই বেশ কিছু অসাধারণ নাটকও প্রযোজনাও করেন তিনি। এরপর এলেন সিনেমায়। সেখানে তাঁর প্রথম ছবি দ্য স্পোর্টিং লাইফ। এরপর সেই বিখ্যাত ছবি ইফ। এরপরের ছবি 'ও লাকি ম্যান'। তবে যে ছবি-ই করেছেন সেখানে তাঁর আদর্শই যেন বারবার ফুটে উঠেছে। আদর্শের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে দেখা যায়নি কোনও কিছুকেই। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র উৎসবেও এসেছেন লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। আর ভারতীয় চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুও।

বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যু এসএসকেএম-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের অন্যতম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম। ফলে হাড়া থেকে দুই ২৪ পরগনা সহ বিভিন্ন জেলার মানুষের কাছে চিকিৎসাক্ষেত্রে বড় ভরসা এই এসএসকেএম-ই। অথচ সেখানে গিয়েও ১৮ ঘণ্টা বেড না পাওয়ার পর মৃত্যু হল বছর ৭০-এর আখলিমা বেগমের। সূত্রে খবর, ৭০ বছর বয়সি আখলিমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে। বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁর পরিবার চেয়েছিলেন এসএসকেএম-এর কার্ডিওলজি বিভাগে চিকিৎসা হোক। কিন্তু বেড পাওয়া তো দূর অস্ত, খোলা আকাশের নিচেই তাঁকে কাটাতে হল ১৮ ঘণ্টা। এরপর চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার দুপুরে মৃত্যু হয় তাঁর। অথচ এই কার্ডিওলজি বিভাগেই ভর্তি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এইরকম এক অবস্থায় হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় মৃতের পরিজনদের।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, কয়েকদিন ধরে শ্বাসকষ্ট নিয়ে গাববেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন আখলিমা বেগম। শ্বাসকষ্ট না কমায় সন্ধেবেলা রোগীর পরিবার তাঁকে এসএসকেএমে হাসপাতালে নিয়ে আসেন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। পরে ইমার্জেন্সি থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কার্ডিওলজি বিভাগে। আখলিমা বেগমের পারিবারিক সূত্রে খবর, বছর পাঁচেক আগে পেসমেকার বসানো হয়েছিল এসএসকেএমেই। এদিকে কার্ডিওলজি বিভাগের আসার পর তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় অবিলম্বে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু বেড নেই। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে কথা বলতে বলা হয়। ইমার্জেন্সি থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয় ভর্তি করতে হবে কিন্তু এখানে কোনও ব্যবস্থা করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আখলিমার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এসএসকেএম থেকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। এরপর চিত্তরঞ্জনে গেলেও সেখানেও মেলেনি বেড। এরপর আখলিমা বেগমের ছেলেমেয়েরা তাঁকে নিয়ে ফের ফিরে আসেন এসএসকেএম-এই। এসএসকেএম হাসপাতালে শুক্রবার গোটা রাত শনিবার দুপুর দুটো পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরেই বসে থাকেন তারা। এরপর বেলা দুটো নাগাদ মারা যান আখলিমা।

সম্পাদকীয়

গঙ্গার অববাহিকার জলস্তর কমে যাচ্ছে, বিপদের সঙ্কেত

ইতিহাসের সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক স্তরে। ভারতের বৈদিক যুগের অগ্রগতিও ঘটেছিল প্রধানতঃ গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই। আজও গঙ্গার অবদান অনস্বীকার্য। অথচ সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় গঙ্গাকে কেন্দ্র করে বেশ উদ্বেগজনক একটি তথ্য উঠে এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে গঙ্গার জল ক্রমশঃ কমতে শুরু করেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের শাখা সংগঠন, বিশ্ব জলবায়ু সংস্থার বৈঠকে এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গত দু'দশকে ধাপে ধাপে কমেছে গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত মোট জলের পরিমাণ এবং গঙ্গার অববাহিকার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর। 'ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন' বা ডব্লিউএমও-র বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশ পাওয়া এক রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ২০০২ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গঙ্গানদীতে জলের পরিমাণ ব্যাপক হারে কমে গেছে। যার প্রভাব পড়েছে গঙ্গা অববাহিকায় ভূগর্ভস্থ জলেও। শুধু গঙ্গা নয়, দক্ষিণ আমেরিকার সাও ফ্রান্সিসকো নদীর অববাহিকা, সিন্ধু নদীর অববাহিকা এবং আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল নদীর অববাহিকায় একই ছবি দেখা গেছে। প্রসঙ্গত, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হয়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ মিষ্টি জলের উৎসই। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ গলে যাওয়ায় নদীতে জলের পরিমাণ প্রথমে বাড়ে ও একটা সময় পরে জলের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। এর কারণ হল, জল বাড়লে নদীর গতিপথ ছাপিয়ে বিভিন্ন জোয়ারে মাটির ভাঙ্গন হয় যা জলের সাথে মিশে ঘনত্ব বাড়ে এবং পরে সেটিই জল সরলে চরা হিসাবে পড়তে থাকে। এই কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলার সাথে নদীর মাঝেই কোথাও কোথাও আইল্যান্ড বা দ্বীপ সৃষ্টি হয়ে ওঠে। রিপোর্টটিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, হিমবাহের বরফ ক্রমাগত কমতে থাকায় একটা সময়ের পর সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে উত্তরাখণ্ডের মতো এলাকা। অতএব বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব যেমন এটি একইসাথে কমতে থাকে ভূগর্ভস্থ জলস্তরও। ডব্লিউএমও-র দাবি, নাসার গ্রেস মিশন থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।প্রতিবেদনটিতে এও বলা হয়েছে ২০২১ সালে বিশ্বের বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে 'লা নিনা'-র প্রভাবে স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়া লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া বর্তমানে বছরে ৩.৬ বিলিয়ন মানুষ প্রায় ১ মাসের জন্য পর্যাপ্ত জল পায় না মাত্রাতিরিক্ত জলের ব্যবহারের জন্য। ২০৫০ সালের মধ্যে যার ভুক্তভোগী হতে পারেন ৫০০ কোটি মানুষ। যা নিয়ে বেশ চিন্তায় রয়েছে গবেষকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্বের সব দেশের করণীয় বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতর ও সরকারের যথেষ্ট ভাবনার প্রয়োজন। নদী ভাঙ্গনও একইসাথে রোধ করতে হবে। অন্যথায় গঙ্গার মত অববাহিকায় ধীরে ধীরে জলস্তর কমে একটা সামগ্রিক সভ্যতা সঙ্কটের মুখে পড়বার সম্ভাবনাই প্রবল যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।।

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর দর্শন

কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞান সূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শনলাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়,তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ওই আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়,আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয় - সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

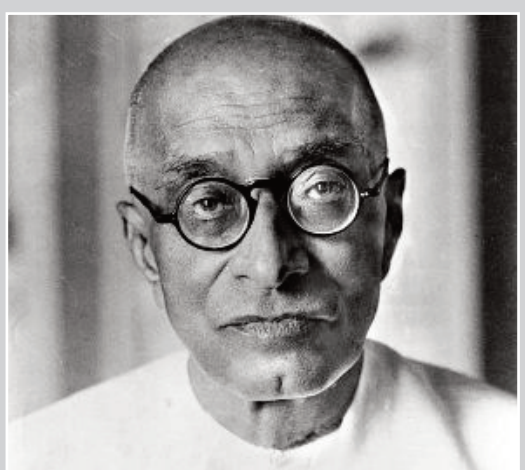

সি রাজাগোপালাচারি

১৮৭৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি রাজাগোপালাচারির জন্মদিন।*
১৮৭০ *বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

ওটি টেকনিশিয়ান নাকি টেকনোলজিস্ট কোনটা বলবেন এবার ভেবে দেখুন

শুভজিৎ বসাক

ওটি বা অপারেশন থিয়েটর টেকনিশিয়ান, এই কথাটা শুনতে যতটা অসহ্যকর ঠিক ততটাই অপমানজনক একটা শব্দ অন্তত আমার মতো কিছু মানুষের কাছে যারা পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা জায়গায় সম্ভাবনাময় একটা কাজের পরিসরকে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করে গিয়েছে। পাশে ছিলেন বেশ কিছু সুহৃদয় সম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা যাদের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা গিয়েছিল। ২০০৭ সাল থেকে চলা একটি কোর্স যা কিনা গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ডিগ্রী নিয়ে চলে এসেছে তার জায়গা ছিল চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ গ্রুপ ডি পদে একটা সময়ে! সেটাই আজ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ হিসাবে গণ্য অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহযোগী ও অতিরিক্ত কমিশনারেট পদের সমতুল- একে উপেক্ষা করা হয়েছে বরাবর। একটা শিক্ষাগত যোগ্যতাকে জোর করে অবনমিত করে দেখানো হলে একবারও তাদের মনে হয় না যে কারও বাবা-মা খরচ করে সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় পাঠান আর শেষে যদি সেই সন্তান যোগ্যতার বাইরে গিয়ে কাজ করে সেটার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় বলেই তাদের কাছে মনে হয়। টেকনিশিয়ান শব্দটা মিস্ত্রিদের বোঝানো হয় অর্থাৎ বাড়ির বা কাজের জায়গার আলো, পাখা বা কোনও ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস খারাপ হলে সারিয়ে দিয়ে যায় আর আমার কোর্সটা হল অপারেশন থিয়েটর টেকনোলজিস্ট অর্থাৎ আধুনিক সমাজে ন্যূনতম শিক্ষিত পরিসর এবং চিকিৎসা বিষয়ের অন্যতম অবহেলিত বিভাগ অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের অঙ্গ হিসাবে যুক্ত হওয়া।

এই কথা বলার আগে বলে রাখা ভালো ওটি টেকনোলজিস্ট পদে উত্তীর্ণ হতে কি কি পড়তে হয়। মূলত অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের খুঁটিনাটি অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশনে তিন বছরে সর্বমোট ২৪০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বর এই বিভাগের মৌখিক ও লিখিত বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হয়। জানতে হয় মরণাপন্ন অবস্থায় কি কি জরুরী কাজ করণীয় এবং সবসময়ে এই বিভাগ সম্পর্কে আপডেট হয়ে এগিয়ে থাকা। অর্থাৎ বিভিন্ন মেডিসিন বিভাগ ও অ্যানাস্থেসিয়া প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া নিউরো, ইউরো, জেনেরাল, গায়নি, পেডিয়াট্রিক ইত্যাদি সমস্ত সার্জারি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও তারসাথে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান। অর্থাৎ কোর্সটি অত্যন্ত আধুনিক ও কোনও অংশেই চতুর্থ শ্রেণীর কাজের উপযোগী নয়। এরা মূলত অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের চোখ হিসাবে কাজ করে। যা কাজ করা হবে তার প্রতিটি ভিত্তি থাকবে, কোনও কাকতালীয় ব্যাপার এখানে আলোচ্য নয়।

বলতে লজ্জা নেই, এই কোর্সে পড়ে একটা সময়ে আমাদের মূল বিভাগ থেকে সরিয়ে যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কাজ করানো হয়েছে। শিক্ষার মান ও ভিত্তি কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয়নি। আমাদের বিভাগ সম্পর্কে আজও অনেকে প্রথম শোনে। শুনে তার প্রথম উক্তিই হল, 'তোমাদের কাজ কি?' উত্তরে যখন বলা হয় যে মূলত অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের কাজ এটা শুনে তারা বলে ও বাবা তোমরা অ্যানাস্থেসিয়া দাও! কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার স্যাপার! এদের কাছে আসলে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগটা রাস্তায় বয়ে যাওয়া নালার মতো অর্থাৎ যেটুকু দেখে সেটুকুই পরিসর অথচ বিভাগটির পরিসর সমুদ্রের মতোই অতল। এতো গেল যারা জানে না। আর যারা আমাদের দেখেছে তাদের মতে ওটি টেকনিশিয়ানের (শত চেষ্টা করেও এদের টেকনোলজিস্ট শব্দের গুরুত্ব বোঝাতে অক্ষম) কাজ হল চ্যানেল করা, মনিটর লাগানো, পেচ্ছাপের নল পরানো এসব! আচ্ছা ভাবুন তো আপনার সন্তান মিলিটারিতে পোস্টিং পেল আর তাকে যদি কেউ বলে দেশের দারোয়ান ঠিক কতটা অপমানজনক লাগবে? ঠিক ততটাই অপমানজনক লাগে যখন কেউ একটা সম্ভাবনাময়, শিক্ষিত পরিসরকে চতুর্থ শ্রেণীর পর্যায়ে নামিয়ে এনে নিজে বড় হওয়ার অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়।

বলে রাখা ভালো ওটি টেকনোলজিস্ট পদে উত্তীর্ণ হতে কি কি পড়তে হয়। মূলত অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের খুঁটিনাটি অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশনে তিন বছরে সর্বমোট ২৪০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বর এই বিভাগের মৌখিক ও লিখিত বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হয়। জানতে হয় মরণাপন্ন অবস্থায় কি কি জরুরী কাজ করণীয় এবং সবসময়ে এই বিভাগ সম্পর্কে আপডেট হয়ে এগিয়ে থাকা। অর্থাৎ বিভিন্ন মেডিসিন বিভাগ ও অ্যানাস্থেসিয়া প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া নিউরো, ইউরো, জেনেরাল, গায়নি, পেডিয়াট্রিক ইত্যাদি সমস্ত সার্জারি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও তারসাথে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান। অর্থাৎ কোর্সটি অত্যন্ত আধুনিক ও কোনও অংশেই চতুর্থ শ্রেণীর কাজের উপযোগী নয়। এরা মূলত অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের চোখ হিসাবে কাজ করে। যা কাজ করা হবে তার প্রতিটি ভিত্তি থাকবে, কোনও কাকতালীয় ব্যাপার এখানে আলোচ্য নয়।

আজ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ৩৫০ জন ওটি টেকনোলজিস্ট পদে স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্থায়ী পদে যুক্ত হতে চলেছে। একটা সময়ে যে পদকে চতুর্থ শ্রেণীর সমতুল পর্যায়ে রাখা হয়েছিল সেটা আজ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ হিসাবে গণ্য অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহযোগী ও অতিরিক্ত কমিশনারেট পদের সমতুল। রাজ্য পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের চেয়ে মাসিক মায়না বেশ কিছুটা বেশি। আজকের এই বাস্তবায়ন হওয়ার লড়াইটা একসময়ে একদম মসৃণ ছিল না। বরং আমাদের দিয়ে অযাচিত, বিষয়ভিত্তিক কাজের বাইরে কাজ করানোর দরুন বেশ কিছু অ্যানাস্থেসিস্ট ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা যথাযথ স্থানে বিষয়টি নিয়ে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধেয় সমীর স্যার। নবান্নে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দফতরে বিষয়টি যথাযথ ভাবে বারংবার করে নির্দিষ্ট পয়েন্ট উল্লেখ করে উপস্থাপন করেছেন, তাঁরা বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে এবং স্বাস্থ্য পরিসরে আধুনিকীকরণে অপারেশন থিয়েটর টেকনোলজিস্টদের প্রথমে ৭২টি এবং পরে ৬৬৫টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সম্প্রতি সকলকে নিয়োগ করেছেন। আসলে বিষয়টা প্রথম থেকে ভুল দেখানো হয়েছিল যে ওটি টেকনিশিয়ান এবং যেখানে আগে থেকেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা দেখে দেখে এই কাজ করেই এসেছে অর্থাৎ হাতে হাতে জিনিস এগিয়ে দেওয়া তাই আমাদের নিয়োগের সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যথাযথ নজরদারিতে পড়ে বিষয়টির মূল্যায়ন হয়, যোগ্যতার যাচাই হয় এবং সর্বশেষে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নিয়োগ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ একটা ভুল ধারণা বা শব্দ কি মারাত্মক হয়ে জীবনের ক্ষতি করে সেটা দীর্ঘ ১৭ বছরে স্থায়ী ভাবে বোঝা গেল।

এদিকে যখন কেন্দ্রে ওটি টেকনোলজিস্ট পদে ২০১৫ থেকে লাগাতর নিয়োগ হতে থাকে কিন্তু অল্প পরিসরে সেই সময়ে বিষয়টির এই রাজ্যেও নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করে ২০১৬ থেকেই নির্দিষ্ট পরিসরে তুলে ধরা হয়। পাশে ছিলেন যে অল্প কয়েকজন মানুষ তারা ছাড়া সিংহভাগ ভেবেই নিয়েছিল যে এই রাজ্যে এই পদের সম্ভাবনা ক্ষীণ বা নেই বললেই চলে। অনেকে কোর্স ছেড়ে দেয় বা নার্সিং পড়তে চলে যায়। জেদটা যেন চেপে বসেছিল। ২০১৭ থেকে গুনে গুনে ৮০ বার স্বাস্থ্য ভবন গিয়েছি সংশ্লিষ্ট এই কাজে, ৪ বার নবান্ন প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলাম আর সবই এই কোর্সের ভবিষ্যতের খাতিরে। কতদিন না খেয়ে এই কাজ সারাদিন করে গিয়েছি, কতদিন না ঘুমিয়ে পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি, কতবার হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছি তার সবই সুফল আজকের এই ওটি টেকনোলজিস্ট পদের নিয়োগ ও তার সার্বিক উন্নতির স্বপ্ন। বোধহয় ভালোবাসা ও প্রয়োজন অনুভব না করলে কারও পক্ষেই প্রথম থেকে অসাধ্য সাধনে এভাবে পড়ে থাকতে পারা যেত না। তাই কাজটা সহজ না হলেও পাশে যারা বটের মতো ছিল তাদের কাছে এইজন্মে ঋণী হওয়া শব্দটাও কম, তাদের মধ্যে আমার ভাতৃসম শুভঙ্কর রায় ও জয়দীপ কয়াল ও শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং অ্যানাস্থেসিস্টগণ আর উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তিবর্গ। কথাগুলো এবারে না বললে বোধহয় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না, কিন্তু এটা সত্যি এরা একজনও কেউ বাদ থাকলে আজকের এই সুদিন সত্যিই দেখা যেত না। হতাশায় ভুগে মরে অবলুপ্ত হয়ে যেত একটা সম্ভাবনাময় কোর্সের পরিসর। তাতে খুব খুশিই হতো স্বাস্থ্য পরিসরের বেশ কিছু কপট মনের মানুষ যাদের কাছে আধুনিকীকরণ এক অলীক বস্তু, টেকনিশিয়ান পদে একটা সাম্মানিক পদকে অবনমন ঘটিয়ে শান্তি পায় এবং কুয়োর ব্যাঙ হিসাবেই জীবন প্রতিপন্ন করে যায়। তাদের প্রতি করুণা নিবেদন বরাবর রয়েছে আর আশা করি শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

বিষয়: চুপকথার জয়

তন্ময় কবিরাজ

লেখক হুমায়ুন আহমেদ লিখেছিলেন,'আমার হারিয়ে ফেলার কেউ নেই, কাজেই খুঁজে পাওয়ারও কেউ নেই, আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।' জয় গোস্বামীর নীরবতাকে আবিস্কার করতে গিয়ে হুমায়ুন আহমেদের কথাগুলো সবার আগে মনে এলো। কবি জয় গোস্বামীর কাছে নীরবতা শান্তির প্রতীক। নীরবতায় কবি জেগে থাকেন। কখনও বা প্রশ্ন করেন, 'জগতে কি কারোও ভালো হবে এই লেখায়? ব্যবস্থা বদলাবে।' নীরবতায় কবি জয় গোস্বামী প্রতিবাদী,'আমি কোথায়?/কী করে এসব দেখছি?' কারন তিনি ব্রত নিয়েছেন শান্তি ভিক্ষার যদিও কবি মনে করেন,'শান্তি ক্লান্ত' আজ। তাই কবি দেখতে পান 'শান্তির খোলা চুল/উড়িয়ে নিচ্ছে বাতাসের কত বোন/বাতাসের কতো ভাই।' নীরবতার ভিতর শান্তি পেয়েছে মেটাফর, পারসনিফিকেশন। শব্দের পর শব্দ বুনে কবি নীরবতার সাধনা করেছেন। সমাজ পরিস্থিতি কবিকে করেছে নীরব। জয়ের নীরবতায় ঘুমিয়ে আছে তাঁর ঝাউপাতারা, তাঁর কবিতার সাঁঝবাতিতে লেখা হয় রূপকথার গল্প, কখনও কবিতার শেষ শব্দের অভাবে যারা বৃষ্টিতে ভিজে ছিল তাদের কবি বলে দিতে পারেন, 'ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে/... কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দার জলে।' অভিমানে নীরবতা বড়ো গভীর। কবি সে নীরবতায় প্রেম উপভোগ করেন, অভিমানকে প্রশয় দেয় সযত্নে, 'যে বইতে রেখে ছিলাম, সেখানে আজ/কত সব পাখি উড়ছে, বসছে, সাঁতার কাটছে।' কবি স্বপ্ন দেখেন নীরবতায়, নীরবতায় হেঁটে যান সিংহল মালয় কারন 'পাগলী, তোমার সঙ্গে ভয়াবহ জীবন কাটাব'। তবু বৃথা আশা। কবি লিখেছিলেন, 'স্বপ্নে তোকে বাড়ীর দিকে এগিয়ে দিতে যাই/স্বপ্নে এসে দাঁড়াই পাড়ায় মোড়ে।' তবু ভালোবাসতে চাইলে যখন ভালবাসা যায়না কবি উপলব্ধি করেন মনের ধূসরতা। কবিতার বেরঙিন ডাইরিতে সে সত্য তুলে ধরতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন না। কবি সহজেই বলে দেন, 'প্রতিদিন কিন্তু ইচ্ছাকে পুড়িয়ে মারি/প্রতিদিন কিছু ইচ্ছাকে পাঠাই নির্বাসনে/ভালোবাসা কি প্রতারক হৃদয়/ভেঙেছে যার সেই জানে।' কবি জয় গোস্বামীর নীরবতায় উঠে এসেছে প্রেম বিরহের কোলাজ। শুধু নীরবতায় তিনি পান করেছেন প্রেমের নির্যাস। কখন ফিরে পাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন, 'তুমি কি একদিন আসতে পারো/পাখির ডাক হয়ে? শেষ রাতে/আমি তো জানালায় বসেই থাকি।' কিছু প্রশ্নের উত্তর আজও বাকি। কবি জয় গোস্বামী তাই বলেন, 'শুধু আমাকে দেখার জন্য/এতো দিন ধরে এতবার/গাছের দিকে তাকিয়েছ/জলের দিকে তাকিয়েছ/... তাও একবার নিজে থেকে বলতে পারলে না?' প্রেমের বিকল্প কবির অজানা। কবি শুধু জানেন প্রেমের পরে বিরহ। পদাবলীর চিরন্তন আক্ষেপ ধরা পড়ে কবিতায়। কবি জয় গোস্বামী রূপকের আশ্রয়ে তুলে ধরেন বিবর্ণ চারপাশ, এ যেনো ব্রেখেটের ক্যাকোফোনি, 'হেলানো গাছ, গলতে থাকা/ইঁট কাঠের বাড়ি/স্বপ্নে মরা ময়ূর তার...।' ময়ূর কি মেটাফোর নাকি ব্রেখেটের গদট। উত্তর দিতে পারেন শুধু কবি জয় গোস্বামী। আবেগ ধাক্কা দেয় হতাশায়, শেক্সপিয়ারের টু বি অ্যান্ড নট টু বি মধ্যেই বয়ে চলে যায় জীবনের কিছু ফাল্গুনী সময়। কবি তাই লেখেন, 'একটা বিচ্ছেদ থেকে/পরের বিচ্ছেদ/যেতে যেতে/কয়েকটা দিন মাত্র/মাঝখানে পাতা আছে/মিলনের সাঁকো/মেঘ করে আসবেই/... আঙুলে আঙুলে আঁকড়ে রাখো।' সম্পর্ক বড্ড জটিল, যেখানে ফ্রয়েডের মনের গোপন সমীকরনও মেলেনা। মৌঘাম তাঁর দা কাইট গল্পে সে কথা স্বীকারও করেছেন।

নীরবতার ভিতর কবি শান্তি খুঁজে পান। গভীর নীরবতার শব্দে কবি স্বীকার করেছেন জীবনের সব অব্যাক্তকে। তাই কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন, 'পৃথিবীতে একমাত্র/এই ঘরটির কাছে/কোনোই দোষ করেনি।' কবি নীরবতাকে নারীর মত ভালোবাসেন কারন সে শুন্যতা বড়ো পবিত্র আবার শিশুর মতো তিনি নীরবতাকে প্রশয় দেন। লেখক চার্লস লাম্বের ড্রিম চিলড্রেনের মত তারা সর্বদা প্রতিক্রিয়া জানায়। কবি জয় গোস্বামী তাঁর কবিতায় নীরবতার মধ্যে মহাশূন্যতার সন্ধান করেন। সেই শুন্যতা নির্বাণ, মোক্ষ লাভের পথ। কবিতার শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে উজার করে করেছেন, সূক্ষ্ম হতে চেয়েছেন যাতে কবিতার অন্তিমে দেখা হয়ে যায় অপার্থিবের সঙ্গে। তাঁর ব্যর্থতায় সৃষ্টি হয়েছে হাজার কবিতা। কিটসের মত কবিতার ডানাতে ভর করে তিনি পলাতক, শব্দ নাইটিঙ্গেল পাখির মত হাতছানি দেয়। তখন নীরবতা আরোও গম্ভীর। শুধু শব্দের স্পন্দন অনুভব করা যায়। পার্থিব শরীরে অপার্থিব শিহরণ জাগাতে পারেন কবি সাধক জয় গোস্বামী। কবি লেখেন, 'এতোই অসার আমি, চুম্বন বুঝিনি/মনে মনে দিয়েছিলে, তাও সে নাত্তবোঝার নয়/... একাই খুঁজেছো তুমি?/আমি বুঝি তোমাকে খুঁজিনি?'

কবি জয় গোস্বামীর নীরবতা ইয়েটসের বাইজেন্টাইন। সময় অসময়ে তিনি সেখানে চলে যান। নীরবতা তাঁর প্রতিবাদ। নীরবতার আগুনে পুড়ে যায় শব্দ,তিনি গর্জে উঠেন।কবি অস্থির, ইউলিসিসের মত তিনি তরুন, সমাজের বিপরীতে গিয়ে শুধু জীবনের স্বার্থে তিনি প্রগতিশীল। তিনি জীবনকে উপভোগ করতে চান।সুনীল শক্তির মত তিনি বাহ্যিক উপকরণে খুশী নন, তাই বিচরণ করেছেন মনের অন্তরালে, মান অভিমানের ঝাড়বাতিতে এক পৃথিবীর ঠিকানা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন স্ট্রিম অফ কোনসাসনেসে। মনের চোরবালিতে ডুবে যান, তুলে আনেন অতল মনের গুপ্তধন যার আলোতে রয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান।তিনি তো আমাদের মনের প্রতিনিধি,আমাদের জীবনের প্রতিবেশী। যার রঙ শুধু ভালোবাসা। তিনিই তো বলতে পারেন, 'আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, এই জীবন নিয়ে কি করেছ এতো দিন?'

কবি জয় গোস্বামীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩সালে সেলিং ফ্যান কবিতা দিয়ে যার প্রকাশ ঘটেছিল সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ, হোমশিখা পত্রিকায়।রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের ভক্ত তিনি। তবু নীরবতার রঙ তুলিতে তিনি সমান দক্ষ। তিনি নীরবতার ভাষা পড়তে পারেন, বুঝতে পারেন তাই নীরবে একাকীত্বের ভিতরে প্রেমের পসরা সাজান। ভাঙা প্রেমও এতো মধুর তাঁর বর্ণনার ভাষাতে। মনে হয়, বিচ্ছেদ না হলে বোধ হয় প্রেমের অনুপম সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত না। তিনি জানেন, প্রেমিক পাল্টে যায়, প্রেম পাল্টায় না।ভালোবাসা নিরাকার, মানুষের মধ্যেই তার আকার জন্ম নেয়, তাকে শাসন করে ইচ্ছা, স্বপ্ন। পছন্দ না হলে মানুষ বদল হয়, প্রেমে আসে বিরহ।প্রেম আবার আকার খুঁজে পাবার বাসনায় হাঁটতে থাকে। এটাই জীবন। নীরবতার সভ্যতায় কবি বাস করেন মান অভিমানের প্রতিবেশী হয়ে। কবিতাই তাঁর বসত বাড়ি। তাই কবিতাই তিনি বলে উঠেন, 'যে লেখা পড়ে তোমাদের শুকনো চোখে জল আসবে/সেই লেখা আমার হাত থেকে বেড়িয়ে/উড়ে ওই ডালে গিয়ে বসল/... গাছ, মনে মনে কবিতা বলছে।' তাঁর উপলব্ধিতেই রয়েছে কবিতা। আর্থার রিম্বাউদের মৃত সৈনিকের সহজ সরল হাসির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল, 'সে ভুলে গিয়েছে তার গত শিরচ্ছেদ/অথচ গলায় তার/এখনো মালার মত দাগ।' তাঁর নীরবতার দর্শনের সমর্থন পেয়েছেন পিথাগোরাস, স্পিনোজার। তাই ব্রাটেন্ড রাসেল বলেছেন, নীরবতায় জীবনের সুখ উপভোগ করা যায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নতুন প্রজন্মের ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অভিষেক, দাবি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা না রাখার ঘটনা বারংবার দেখা গিয়েছে। কিন্তু গত ৩০ বছর আগে থেকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করে দেখালেন। শনিবার অশোকনগর বিধানসভার বাঁশপোল এলাকায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দ্বারা বঞ্চিত উপভোক্তাদের হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

১০০ দিন, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের বাংলার হকের টাকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কাজ করেও তার প্রাপ্য টাকা না পেয়ে নিদারুণ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। পরবর্তীতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের হকের টাকা আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। দিল্লি গিয়ে ধরনা, রাজভবনের সামনে সত্যাগ্রহ চালিয়ে গিয়েছেন।

দিল্লিতে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার মানুষকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করবেন। সেই অনুসারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ, শনিবার অশোকনগর বিধানসভা এলাকার বাঁশপুল অঞ্চলে সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের আর্থিক সাহায্য করা হয়। কেন্দ্র তাঁদের বকেয়া না মেটালেও, মানুষের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে দেখিয়ে দিলেন তিনি ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এভাবেই চিরকাল তৃণমূল কংগ্রেস মা-মাটি-মানুষের সেবা করে যাবে বলে জানান নারায়ণ গোস্বামী।

দ্রুত জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিধায়কের

বনস্পতি দে ● হুগলি

পুরসভা ভোট এসেছে। ভোট চলেও গিয়েছে। অভিযোগ, পানীয় জল পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। এবার লোকসভা ভোট আসছে। এবার একদিনের মধ্যে জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিধায়কের। হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা।

হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্চাটুলি এলাকায় ব্যান্ডেল নৈহাটি রেল লাইনের খিলানের তলায় বসবাস করে কয়েকশো পরিবার। তাঁরা পুরসভার ভোটার। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার ভোটের আগে বর্তমান কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী সহ তৃণমূল নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল দেওয়া হবে। নিকাশি ব্যবস্থা এবং শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হবে। পুরসভার নির্বাচন প্রায় দু'বছর হতে চলল এখনও কাজ এগোয়নি। রাস্তার ধারে পুরসভার কল থেকে জল আনতে হয়, কাঁচা শৌচালয়ে লজ্জা নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। নিকাশি বলে কিছু নেই।

এলাকাবাসীর দাবি, একাধিকবার স্থানীয় কাউন্সিলরকে বাসিন্দারা আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সেই কারণে ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপর শনিবার এলাকার বিধায়ক অসিত মজুমদার ঘটনাস্থলে যান। প্রতিশ্রুতি দেন রবিবার বিকেলের মধ্যে পানীয় জলের লাইন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। অসিত মজুমদার বলেন, 'এরা খুবই গরিব। পুর পরিষেবা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকবে না। জল কালকে দেওয়া হল কি না তা দেখতে আসব আবার। নিকাশি শৌচালয় যাতে হয় এই বিষয়ে নিয়ে কথা বলব।'

সিআইসি জয়দেব বলেন, 'রেলের জায়গায় জলের লাইন দেওয়া যাবে কি না তা দেখতে হবে। ওটা পুরসভার জায়গা নয়। কাউন্সিলরের ভুল হয়েছে বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা না করা।' বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে এসেছিলেন। এখন আর কাউন্সিলরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই এলাকায় গেলে এখন ক্ষোভের মুখে পড়বেন। এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিধায়ক পৌঁছে গিয়েছেন। উনি আবার লোকসভা ভোটে প্রার্থী হবেন।'

ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু ইসিএল কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শনিবার সকালে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েতের নতুনডাঙা বাজারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর ৫৮-র অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির বাড়ি ফরিদপুর থানা এলাকার বনগ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরিদপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিকে দুর্গাপুরে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তি ইসিএলের মাদার বুনি কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। এদিন সকালে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য নিজের স্কুটি নিয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। কাজে যাওয়ার সময় নতুনডাঙা বাজার সংলগ্ন রাস্তায় একটা পণ্য বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগলে তিনি ট্রাক্টরের চাকার তলায় পড়ে যান। পণ্য বোঝাই ট্রাক্টর নিয়ে চালক পালাতক। গোটা ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে।

রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট না আসায় প্রধান শিক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট না আসায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ওই পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে কুলুট নেহারউদ্দিন হাই স্কুলে।

মন্তেশ্বরে কুলুট নেহারউদ্দিন হাই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাসরিন খাতুন শনিবার স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন আনতে গেলে, তার রেজিস্ট্রেশন আসেনি বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই খবর ওই ছাত্রী তার পরিবারকে জানালে, অভিভাবক সহ প্রতিবেশীরা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ওই ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের অভিযোগ, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিলাপ করা হয়েছিল। ফর্ম ফিলাপ না করলে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় বসার অনুমতি স্কুল দিল কী করে, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

প্রধান শিক্ষকের দাবি, ওই ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের সময় ওই ছাত্রী অনুপস্থিত ছিল। বিক্ষোভের জেরে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক ওই ছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেই বিক্ষোভ উঠে যায়।

মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে মতামত স্পষ্ট করলেন না ডিওয়াইএফআই নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে নিজের মতামত স্পষ্ট করলেন না ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেলে দেশের বিজেপি বিরোধী দলগুলি অধিকাংশ নেতৃত্ব মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ালেও, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানালেন না ডিওয়াইএফআই নেত্রী। শনিবার ইনসাফ যাত্রা এসে পৌঁছয় হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাইনান ষষ্ঠীতলায়। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মহুয়া মিত্র প্রসঙ্গে একটিও কথা বললেন না তিনি। তেমনি আই এন ডি আই এ জোট নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি চাকরি ইস্যু এবং বেশ কয়েকটি বিষয়ে কথা বলেন।

এদিন কোলাঘাট থেকে শুরু হয়ে বাইনান মোড় হয়ে বাইনান ষষ্ঠীতলা ছুঁয়ে বাগনান ও উলুবেড়িয়ায় গিয়ে শেষ হয়। এদিন বাইনান ষষ্ঠীতলায় ইনসাফ যাত্রায় জমায়েত হয়েছিল যথেষ্টই।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চাওয়া নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সময় চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে বর্ধমানের দলীয় কার্যলয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন। সবসময় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী সময় দেবেন কেন। উনি দিল্লি গিয়ে নাটক করেন। কয়েকদিন আগে তাঁর দলের সাঙ্গোপাঙ্গরা নাটক করতে দিল্লি গিয়েছিলেন। আসলে উনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে পায়ে হাতে ধরবেন সিবিআই, ইডির হাত থেকে বাঁচার জন্য।' দিল্লি সফরের আগে রাদ্দ বঞ্চনায় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লকেট চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, প্রকল্পের নাম বদল করা হচ্ছে। প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে, যে ভাবে মিডডে মিলে বড় ঘাবলা হয়েছে। চালে পোকা, কাঁকড় পাওয়া যাচ্ছে। গান্ধী মূর্তির সামনে ধরনা মঞ্চে কুণাল ঘোষের উপস্থিতি নিয়ে বিজেপি সাংসদ জানান, এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছেন। ১২ বছর ধরে চলছে। এক হাজার দিন ধরে চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলন করছেন, এখন মনে পড়েছে। সামনে ভোট আছে। তাই ধরনা মঞ্চে গিয়েছেন। ভোট পার হলে সব ভুলে যাবেন। আবার ২৬ সালে মনে পড়বে। ক্ষুব্ধ চাকরি প্রার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৪ নির্বাচনের জবাব পাবে সরকার। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী অথচ মহিলারা ধরনায় বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন। এটা অন্যায় নয়!

অন্যদিকে মহুয়া মৈত্রের আইনি পরামর্শ নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্য নিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, অনেকেই আইনি পরামর্শ নিয়েছেন। অনুব্রত মণ্ডল থেকে,পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কালীঘাটের কাকু, সবাই আইনি পরামর্শ নিয়েছেন। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। বড় বড় কংগ্রেসের আইনজীবীরা মোটা টাকার বিনিময়ে মামলা লড়বেন। বাংলা থেকে দেশের সুরক্ষার জন্য যে সাংসদকে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে, সেখানে তিনি গোপন পাসওয়ার্ড অন্যজনকে শেয়ার করেছেন এটা দেশের সুরক্ষা ব্যাপার। মহুয়া মৈত্র দেশদ্রোহী। আইন আইনের পথে চলবে।

বছরের শেষ লোক আদালত সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এদিন বছরের শেষ লোক আদালত সম্পন্ন হল পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে। এই প্রেক্ষিতে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুতপা মল্লিক জানান, এটা এ বছর শেষ লোক আদালত, এদিন লোক আদালত জেলা জজ কোর্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, শুধু জেলা জজ কোর্ট নয় সঙ্গে কালনা এবং কাটোয়া এই দুটো জায়গার আদালতে এদিন লোক আদালত চলছে এবং কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান মিলে ১৮ খানা বেঞ্চ বসেছে। প্রচুর মানুষের সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এদিনের লোক আদালতে ব্যাংক, ইলেকট্রিসিটি, কোর্টের মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ের মামলা নিষ্পত্তি হয় বলে তিনি জানান।

এক প্রেমিকের বঁটির কোপে অপরজন জখম!

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: বিয়ের পরও এক মহিলার দু'জন বয়ফ্রেন্ড! সমস্যা দুই প্রেমিক আচমকা মুখোমুখি হতেই পরিণতিস্বরূপ, এক প্রেমিকের বঁটির কোপে অপর প্রেমিক জখম হওয়ার অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, এক প্রেমিককে ঘরে ডেকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে জানলা দিয়ে হাকডাক আরও এক প্রেমিকের। আর দরজা খুলতেই এক প্রেমিকের বঁটির কোপে জখম অপর প্রেমিক। তাঁকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ছ'মাস আগে দশঘড়ার বাসিন্দা অজয় আদকের সঙ্গে আলাপ হয় তারকেশ্বর মুক্তারপুর আমতলা এলাকার বাসিন্দা সুস্মিতা সামন্তর। জানা গিয়েছে, সুস্মিতা বিবাহিত। তবে সুস্মিতা ও অজয়ের মধ্যে যত দিন যায় ঘনিষ্ঠতা ততটাই বেড়ে যায়।

অজয়ের দাবি, 'সুস্মিতা ডেকেছিল আমায়। ঘরের ভিতরে খিল দেওয়া ছিল। বাড়িতে দু'জন ছিলাম। তারপর ওর আর এক প্রেমিক এসে আমায় মারধর করেছে বঁটি দিয়ে।' আরও দাবি, অজয় নাকি জানতেন ন'বছর ধরে সুস্মিতা আরও একটি পরকীয়ার সম্পর্কে ছিলেন। তাঁর নাম সমীর মালিক। বাড়ি হরিপালের সিরাজপুর এলাকায়। এরপর শনিবার অজয় বাড়ি যেতেই মহিলাকে জানালা দিয়ে ডাকাডাকি করতে থাকেন সমীর। অভিযোগ, দরজা খুলতেই হাতের সামনে থাকা বঁটি দিয়ে অজয়ের মাথায় আঘাত করতে থাকেন সমীর। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হন। মহিলার স্বামীও চলে আসেন। মহিলার স্বামী প্রদীপ সামন্তর দাবি, 'আমি বাড়িতে থাকি না। তাঁকে চিনি না। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন বাড়িতে, নিয়ে এলাম হাসপাতালে।' খবর দেওয়া হয় তারকেশ্বর থানায়। তবে ঘটনার পর পালান সমীর। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

আত্মঘাতী চাষি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আত্মঘাতী এক কৃষক। ঘটনায় ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার নিমদহ পঞ্চায়েতের ছাতনি উত্তরপাড়া এলাকার ঘটে। মৃত ওই কৃষকের নাম রূপসনাতন ঘোষ। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটি আম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। শনিবার মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টি গত দু'দিন ধরে আর তাতে আলুর জমিতে দাঁড়িয়েছে জল। দামি বীজ কিনে দু' বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন তিনি। আর গত দু'দিনের বৃষ্টিতে সেই সমস্ত বীজ সবই পচে যাওয়ার আশঙ্কা করে বন্ধুদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন গতকাল রূপসনাতনবাবু। এমনকি গতকাল তিনি খাওয়া-দাওয়াও করেননি বলে জানা গিয়েছে পরিবার সূত্রে। এরপরই গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি আম গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি।

ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তিকে কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায় ঘোরাফেরা করার সময় গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। শনিবার ভোররাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে শনিবার দুপুর নাগাদ মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম জয়প্রকাশ মুর্মু। তাঁর বাড়ি কাঁকসার আড়া এলাকায়। শনিবার ভোররাতে ধৃত জয়প্রকাশ মুর্মুকে কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পুরনিগমের অতিথি নিবাস বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তরের অভিযোগ জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: জিতেন্দ্র তেওয়ারি মেয়র থাকাকালীন আসানসোল পুরনিগমের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনের কাছে একটি অতিথি নিবাস ও জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ঘাগরবুড়ি মন্দিরে কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল গীতবিতান নামাঙ্কিত ওই অতিথি নিবাস সংস্কৃতির স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি ঘাগরবুড়ি মন্দিরের পাশে কমিউনিটি সেন্টারে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে বিয়ে বা অনান্য অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু জিতেন্দ্র তেওয়ারির অভিযোগ, বর্তমানে পুরনিগমের এই দু'টি সম্পত্তিই বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লিজে। জিতেন্দ্র তেওয়ারির দাবি, গীতবিতান এবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য হোটেল ও রেস্টুরেন্ট হবে। ফলে রবীন্দ্রভবন চত্বরের পরিবেশ নষ্ট হবে। পাশাপাশি গরিব লোকেদের জন্য নির্মিত ঘাগরবুড়ির কমিউমিটি সেন্টার ব্যবসায়িক সংস্থার হাতে গেলে হাজার হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হবে।

এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জিতেন্দ্র তেওয়ারি দাবি করেছেন, অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বদল করতে হবে। অন্যদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারির অভিযোগ প্রসঙ্গে মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের দাবি, পুরনিগমের বর্তমানে ফান্ড নেই এগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তাই এগুলিকে লিজে দেওয়া হবে।

জীবনকৃতি সম্মাননা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: সুন্দরবনে আধুনিক বাংলা কবিতা চর্চার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কবি পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান ও কবি ওয়াজেদ আলি। এবার এই দুই বর্ষীয়ান সাহিত্য সাধককে জীবনকৃতি সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন অনুজ কবি সাহিত্যিকরা।

সম্প্রতি কাকদ্বীপ সাহিত্য সংসদ ও শতাব্দীর মুখ পত্রিকার উদ্যোগে শিশু শিক্ষায়তন হাইস্কুলে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি ওয়াজেদ আলি। তাঁর ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয় এই অনুষ্ঠানে। এদিন কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি রফিক উল ইসলাম, সৌমিত বসু, ইন্দ্রনীল দাস, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ পাঠক, সাহানারা খাতুন, চন্দন মিত্র, সৌরভ কুঁতি প্রমুখ। আনজি জৈনের গাওয়া বাংলা লোকগান এই অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে।

আয়োজকদের তরফে কবি নাগসেন বলেন, 'কবিতা চর্চা বাড়াতে সারাবছর একাধিক উদ্যোগ নিতে হয়। দুই বর্ষীয়ান কবিকে সংবর্ধিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।'

এগরা কলেজে অন্বেষা গোষ্ঠীর মুখপত্র প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, এগরা: পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় প্রকাশিত হল হল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক সংস্থা অন্বেষা গোষ্ঠীর মুখপত্র 'এষণা'। শনিবার এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজের প্রশাসনিক সভাকক্ষে নান্দনিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অন্বেষা গোষ্ঠী। স্বাধীনতার ৭৫ বছর স্মরণে গোষ্ঠীর বিশেষ সংখ্যা এই 'এষণা' মুখপত্র।

এদিন সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য এগরা কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে অন্বেষা গোষ্ঠী। মানপত্র পাঠ করেন গোষ্ঠীর সদস্য ড. শান্তনু দলাই। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্বেষা গোষ্ঠীর সভাপতি শান্তিপদ নন্দ, সম্পাদক প্রকাশ কুসুম দাশ, সদস্য প্রণব কুমার পট্টনায়ক প্রমুখ। গুণীজনদের বক্তব্যের পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন এই অনুষ্ঠানকে মনোরম করে তোলে। শেষে সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

কুয়াশা এড়াতে সাগর মেলায় অস্ট্রেলিয়ার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: আর কিছুদিন পরই মকর সংক্রান্তি তিথি। পুণ্যের ডুব দিতে সারা দেশ থেকে লাখ লাখ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটবে কপিল মুনির পাদদেশে সাগরদ্বীপে। প্রতি বছরের মতো এবারও মেলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। সাগর মেলার সময় ঘন কুয়াশার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হবে বিশেষ আলো। যে আলোতে ঘন কুয়াশার সময়ও দৃশ্যমানতা থাকে।

দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দরে এই আলো ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ৬০০টি অ্যান্টি ফগ লাইট লাগানো থাকবে মেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ও নদীতে। এবারের সাগরমেলায় কুয়াশার সময়ও মেলার যাত্রী পরিষেবা চালু রাখতে বিশেষ জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। গঙ্গাসাগরের মেলা অফিসে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি, সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও, গঙ্গাসাগর- বকখালি উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালি সহ মেলার পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত সব বিভাগের আধিকারিকরা।

গতবারের মেলায় কুয়াশায় কাকদ্বীপের মুড়িগঙ্গা নদীর পলি কাটার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ চ্যানেল। যে চ্যানেল দিয়ে ভাটার সময়ও ভেসেল পরিষেবা চালু রাখা যাবে বলে প্রশাসনের অনুমান। এছাড়া এবারেও বাবুঘাট থেকে মেলার মাঠ পর্যন্ত একাধিক বাফারজোন গড়ে তোলা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়লে এই বাফারজোনে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হবে পুণ্যার্থীদের। এই বাফারজোনগুলিতে পানীয় জল, শৌচালয়, যাত্রীশেডের ব্যবস্থা থাকবে।

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, ' জোরকদমে চলছে মেলার প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে পরিকাঠামোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সব কাজ শেষ হবে।' সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, ' এবারের মেলায় ১৩ থেকে ১৫ হাজার পুলিশকর্মী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। ড্রোনের ব্যবস্থা থাকবে। থাকছে মেগা কন্ট্রোল রুম।'

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, চলতি মাসের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার প্রস্তুতি সরজমিনে দেখতে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

চুরির কিনারা: পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে হওয়া চুরির ঘটনায় কিনারা করল ভাতার থানার পুলিশ। ১৩ নভেম্বর রাতে ভাতার থানার অন্তর্গত ওরগ্রামে তিনটি কালী মন্দির থেকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেই চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করল ভাতার থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে পেশ করা হয় বর্ধমান জেলা আদালতে। এদিন জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিনহা রায়।

শিক্ষক ও তার স্ত্রীর হাত-পা বেঁধে ডাকাতি

গয়না-সহ লক্ষাধিক টাকার লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রাথমিক শিক্ষক ও তার স্ত্রীর হাত-পা বেঁধে মারধর করে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ইংরেজবাজার থানার লদীপুর এলাকায়। সাড়ে চার ভরির সোনার অলঙ্কার সহ লক্ষাধিক টাকা লুঠ করেছে ডাকাত দল বলে অভিযোগ। ডাকাত দলের হামলার জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন বাড়ির গৃহকর্তা পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আনোয়ার হোসেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। শুক্রবার মধ্যরাতে এই ঘটনার পর শনিবার ভোর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে লদীপুর গ্রামে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, জানালার গ্রিল কেটে ডাকাত দল ওই শিক্ষকের বাড়িতে ঢুকেই লুঠের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আশেপাশে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক আনোয়ার হোসেন লদীপুর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারে তাঁর নাবালক ছেলে এবং স্ত্রী তনুজা পারভিন রয়েছে। এদিন গভীর রাতে আট থেকে দশ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীর দল ওই শিক্ষকের বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে পড়ে। এরপর শিক্ষক দম্পতিকে হাত-পা বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের হাতে হাঁসুয়া এবং ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এরপর ওই শিক্ষকের ঘর থেকেই আলমারি ভেঙে নগদ তিন লক্ষ টাকা, সাড়ে চার ভরি সোনার গয়না সব আরো বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস লুঠ করে ডাকাত দল। সেই সময় ওই শিক্ষক ও তার স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাতেই ওই দম্পতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত গৃহবধূ তনুজা পারভিন পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ওরা জানালার গ্রিল কেটে কিভাবে ভেতরে ঢুকল কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে ৮ থেকে ১০ জন দুষ্কৃতী হাতে হাঁসুয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর আমাদের মারধর করে ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং সাড়ে চার ভরি সোনার গয়না লুঠ করে। আরো বেশ কিছু ঘরোয়া সামগ্রী চুরি করেছে ডাকাত দলটি। ওরা আমার স্বামীকে বেধড়ক মেরেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্বামী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। এই ঘটনার পর চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করুক পুলিশ এই দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি এই গ্রামে পুলিশি টহলদারি আরো জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশেপাশের সিসিটিভির ফুটেজ দেখেও দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

কদম্বগাছিতে আর্সেনিকমুক্ত জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন সাংসদ কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আর মাত্র দুই-তিন মাসের মধ্যে বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। শনিবার দুপুরে জল প্রকল্পের উদ্বোধন করে এমনই জানালেন বারাসাতের চিকিৎসক সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়নের নির্দেশ দিয়েছে। সেই মতো মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হল। স্থানীয় মানুষ ও তৃণমূল নেতারা আমাকে জানিয়েছিলেন এই এলাকাটি আর্সেনিকপ্রবণ। মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েই আমি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও পুলক রায়কে অনুরোধ করেছিলাম। অবশেষে তার সুফল মিলেছে। ইতিমধ্যেই কাজ আনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বলেও জানান সাংসদ। দুই-তিন মাসের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে। তিনি আরও জানান, গত ২০১০-২০১১ সালে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের জন্য জল প্রকল্প করেছিলাম। আবারে এই প্রকল্পটি চালু হয়ে গেলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের ঘরে ঘরে আর্সেনিকযুক্ত জল পৌঁছে যাবে। কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরবেরিয়া এলাকায় পিএইচই দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৯ কাঠা জায়গায় হচ্ছে বৃহদাকার ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাঙ্ক। তাতে ৯০০০ লিটার জল মজুত থাকবে। পাশাপাশি বসছে পাইপলাইনও। এ জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশিরভাগ এলাকাতেই পানীয় জলে রয়েছে আর্সেনিক। সেই সমস্যা সমাধানেই বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার প্ল্যান্ট করা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলাধার তৈরি করার জন্য খরচ হবে ৬০ লক্ষ টাকা। আর পাইপলাইনের জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার প্রকল্প। এর ফলে সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল কয়েকমাসের মধ্যেই বাড়িতে বসে পাবে।

আরামবাগে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের লিঙ্করোড স্টেট ব্যাংকের সামনে। মৃত ব্যক্তির নাম দীপঙ্কর কর। বয়স আনুমানিক ৪৮ বছর। বাড়ি আরামবাগের পুরাতন বাজার এলাকায়। জানা গেছে, ইঞ্জিনভ্যান নিয়ে ওই ব্যক্তি গৌরহাটি মোড় থেকে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অপর দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি ধাক্কা মারাই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আরামবাগে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক ইঞ্জিনভ্যান চালক দীপঙ্কর করকে মৃত বলেই ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে আরামবাগের চার নম্বর বাসিন্দা নিমাই কুন্ডু বলেন, মৃত ব্যক্তির ছোট মেয়ে অসুস্থ, বাড়িতে এক মাত্র রোজগেরে ছিলেন তিনি।প্রত্যেকদিন ইঞ্জিনভ্যান নিয়ে দূর দূরান্তে ভাড়া যেতেন। কোনওদিন কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ল পরিবারটি। এদিন তার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। অপরদিকে স্থানীয় রতন দে বলেন, আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রত্যেকদিন আতঙ্কে চলাফেরা করতে হয়। কোনও ট্রাফিক আইন মানা হয়নি। পারুল মোড় থেকে কালীপুর মোড় পর্যন্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ঠিক মতো হচ্ছে না। কেবল লোক দেখানো ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক দাঁড়িয়ে থাকে। লিঙ্করোডে যততত্র গাড়ি পার্কিং করা থাকে। এই অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা প্রয়োজন। কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এই রকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতেই থাকবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওভারটেক করতে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় ঘটেছে।

চাঁচল মহকুমায় শুরু হল বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে চাঁচল মহকুমায় শুরু হল বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান। আগামী দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে চলবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, মেলা এবং প্রদর্শনী। শুক্রবার রাতে চাঁচল কলেজ মাঠে 'বাংলা মোদের গর্ব' চাঁচলে শুরু হয়েছে বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আগামী দুইদিন ধরে চলবে মেলা ও প্রদর্শনী। জেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রফিকুল হোসেন সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মেলাতে প্রায় ২৫ টি স্টল রয়েছে। সরকারি বিভিন্ন জনসেবা প্রকল্প নিয়ে সচেতন করতে সরকারি বিভিন্ন স্টল করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। দমকল ও পুলিশ বিভাগের দুটি স্টল রয়েছে মেলায়। বাসের জিনিসপত্র সহ হাতে নানান সামগ্রী এই মেলায় প্রদর্শন করা হবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীরা রয়েছেন মেলাতে। এদিকে এদিন উদ্বোধনের পরে মেলার মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠান সূচিতে আগামী দুই দিনও মেলার মঞ্চে রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের মহাকুমাশাসক সৌভিক মুখার্জি সহ মহকুমা প্রশাসনের কর্তারা।

জলপাইগুড়ির জুরন্তি চা বাগানে দেখা গেল হাতির পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেটেলি: সাতসকালে হাতির দলের দেখা মিলল শিলিগুড়ির চা বাগানে । শনিবার জেলার মেটেলি ব্লকের জুরন্তি চা বাগানে হাতির দল দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকাল থেকে কুয়াশার দাপট। তবে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন অনেকে। তাঁরাই শাবক সহ হাতির দলটিকে দেখতে পান। এদিন হাতির দলটিকে চা বাগানের মাঝ দিয়ে রাস্তা পারাপার করতেও দেখা যায়। হাতির দলটি চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে ইনডং চা বাগান হয়ে আইভিল মোড় দিয়ে যায় জুরন্তি চা বাগানের দামু লাইনে। সেখান থেকে হাতির দলটি চলে যায় সংলগ্ন শাখাম জঙ্গলে। এই এলাকাটি হাতির পুরোনো করিডোর। মাঝেমধ্যেই এই করিডোর দিয়ে হাতির দল যাতায়াত করে। এদিন খবর পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এদিন চা বাগানে হাতি চলে আসায় বেশ কিছু চা গাছেরও ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শনিবার পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।শনিবার সকালে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের গেটের সামনে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান সাবিরুল মল্লিক সহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা। সাবিরুল মল্লিক জানিয়েছেন, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকের নির্দেশে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের একজোট করে আগামী দিনে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে একাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে এবং সেখানে বহু শ্রমিক কর্মরত।

নদিয়ায় শ্যুটআউট, মৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শ্যুট আউট নদিয়ার তাহেরপুরে। তাহেরপুর থানার বাদকুল্লায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে বাদকুল্লার ভাদুরী এলাকার রাজা ভৌমিক নামে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। পরিবার সূত্রে খবর, তিন জন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে প্রথমে মারধর করে এরপর বাড়ির দোতালায় থাকা রাজা ভৌমিকের সঙ্গে বচসা হয় তাদের। সেখানেই হাতাহাতি হতে হতে দুষ্কৃতদের হাতৌ গুলিবিদ্ধ হন ব্যবসায়ী রাজা ভৌমিক। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রাজা ভৌমিক। এরপর ওই দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়, ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাদকুল্লা এলাকায়। পরে এলাকাবাসীর তৎপরতায় রক্তাক্ত রাজা ভৌমিককে বাদকুল্লা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে কি কারণে এই খুন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তাহেরপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনা জড়িত সন্দেহে একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পুরনো কোনও ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই এই খুন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

পিকনিকে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু শিক্ষক ও পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: কালিম্পংয়ের ২৭ মাইলের বাঙ্গে রেল্লি খোলা এলাকায় স্কুল থেকে পিকনিকে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল এক শিক্ষক ও এক পড়ুয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। মৃতদের নাম নির্মল ভুটিয়া (৫০) এবং প্রিয়াঞ্জল রাই (১৩)। দেহ দুটি উদ্ধার করে রাম্বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শনিবার দার্জিলিংয়ের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পিকনিকে ৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে ২৭ মাইলের বাঙ্গে রেল্লি খোলায় পিকনিক করতে গিয়েছিলেন শিক্ষকরা। সেই সময় পড়ুয়াদের মধ্যে বছর ১৩-র উমাং রাই নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায়।

গঙ্গাসাগর মেলাকে দূষণমুক্ত করার জন্য নেওয়া হল বিশেষ প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গঙ্গাসাগর: বলতে বলতে একদম কাছেই গঙ্গাসাগর মেলা। গত বছরের তুলনায় এবছর যাত্রীর সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ গুণ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন গঙ্গাসাগর মেলা কমিটি। আজ শুক্রবার গঙ্গাসাগর প্রশাসনিক ভবনে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় সেই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। ছিলেন গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক। মূলত কিভাবে গঙ্গাসাগর মেলাকে দূষণমুক্ত করা যায় এবং গঙ্গা দূষণ রোধ করা যায় তার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

তাই এবছর সাত হাজারের বেশি স্থায়ী এবং অস্থায়ী শৌচাগার রাখা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের জন্য সমগ্র মেলাজুড়ে বিলি করা হবে জলের পাউচ। জলের পাউচ তৈরির জন্য থাকবে চারটি মেশিন। সমগ্র মেলাজুড়ে থাকবে ৩১৫ টি জলের ট্যাঙ্ক। দূর দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা যাতে কোনো অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য থাকবে বিশেষ পর্যবেক্ষণ দল। যাতে করে প্লাস্টিক ও নানা রকম বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র মেলা প্রাঙ্গণে না ফেলা হয় তার জন্য থাকবে সাড়ে চার হাজার ডাস্টবিন। পুণ্যার্থীদের গঙ্গাদূষণ সম্পর্কে সচেতনতার জন্য মাইকিং প্রচার করা হবে। গত বছরের থেকে আরো বেশি সিসিটিভি ক্যামেরায় মেলাকে মুড়ে ফেলা হবে।

চোলাই খেয়ে বাড়ছে যক্ষা রোগ, প্রতিকার চেয়ে থানার দ্বারস্থ আদিবাসী মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চোলাই মদের রমরমা হুগলির আরামবাগের আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বতী চক এলাকায়। উদাসীন আরামবাগের আবগারি দপ্তর বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে থানার দ্বারস্থ মহিলারা। চোলাই মদ পান করে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ওই গ্রামের বহু মানুষ বলে অভিযোগ। এই চোলাই মদ বন্ধ করতে আদিবাসী মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে আরামবাগ থানায় আসেন এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই চোলাই মদ খেয়ে যক্ষা রোগে কালীপদ মান্ডি নামে এক ব্যক্তি মারা যায়। পাশাপাশি আর এক আদিবাসী ব্যক্তি চোলাই মদ নিত্যদিন পান করে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়। দীর্ঘ দিন ধরেই পার্বতী চক এলাকায় চোলাই মদের ব্যবসা চলছে। বহু মানুষ চোলাই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছে। অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা চোলাই মদ পান করছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা হচ্ছে না। যক্ষা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ঘরে ঘরে অশান্তির বাতাবরণ। তাই আদিবাসী মহিলারা এর প্রতিকার চেয়ে আরামবাগ থানার দ্বারস্থ হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগের পার্বতীচকের আদিবাসী যুবক মঙ্গল হাঁসদা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই চোলাই মদের আসর বসছে পার্বতীচকে। একজন চোলাই মদ খেয়ে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন এবং মারাও যান। পাশাপাশি একজন অসুস্থ হয়ে রয়েছেন। চোলাই মদের ব্যবসা বন্ধ করতে এবং আদিবাসী উদ্দেশ্য এলাকার মানুষ চুলায় মদ না খান সেই বিষয়ে জানাতেই মহিলারা আরামবাগ থানায় আসেন। চোলাই মদের রমরমা চলছে। গ্রামের পুরুষরা চোলাই মদে আসক্ত হয়ে পড়ে। যক্ষা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এটা বন্ধ করতেই থানায় এসেছি। অপরদিকে আদিবাসী আর এক গৃহবধূ বলেন, চোলাই মদ নিয়েই সমস্যা। আমরা সারাদিন পরিশ্রম করছি। ঘরে অশান্তির শেষ নেই। এই ভাবে কিভাবে সংসার চলবে। তাই থানায় অভিযোগ করলাম। সালেপুর এক নম্বর অঞ্চলের উপপ্রধান সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, চোলাই মদ নিয়ে সচেতনতা করা হয়। যক্ষা রোগ নিয়ে প্রত্যেক শনিবার মিটিং করা হয় এবং সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যক্ষা রোগ নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। চোলাই মদ বন্ধের জন্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তবে এই বিষয়ে আরামবাগের আবগারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ফোন ধরেননি। এলাকার মানুষের অভিযোগ চোলাই মদ বন্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন আরামবাগের আবগারি দপ্তর। কোনও কাজ না করেই অফিসের সময় কাটান বলে অভিযোগ। আর এই জন্যই চোলাই মদের রমরমা আরামবাগ জুড়ে। অথচ আরামবাগ থানার পুলিশ মাঝেমধ্যেই চোলাই মদ বন্ধের জন্য অভিযান করে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, চোলাই মদ বন্ধের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 08/ GGP/15Th. CFC-TIED/ 2023-24,** With Vide Memo **No. 330/GGP/ 2023-24, Dated: - 08-12-2023,** The Last date for onli ne submission of tender is **21/12/2023 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders. gov.in**

Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchaya

TENDER NOTICE

The Prodhan, Nowdapanur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 08/2023-24/15th FC/Tied & 09/2023-24/ 5th SFC/** United & Tied. Last date of bid submission **16-12-2023 upto 2.00 pm** for NIeT **08/2023-24 & 21-12-2023 upto 2.00 pm. for NIeT 09/2023-24.** For details visit website: **http://wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodhan
Nowdapanur G.P.
Murshidabad

e-Tender Notice

The Prodhan, Hatinagar Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No-42/2023-24,** Last date of bid submission- **19-12-2023 upto 3.00 pm.** For details visit website: **http://wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodhan
Hatinagar, G.P.
Block- Berhampore, MSD

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-১৯-২০২৩

ডে. চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/হেকো. এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার নোটিশে উল্লিখিত যোগ্যতার উপযুক্ততা অনুযায়ী যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ১) টেন্ডার নং : এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-১৯-২০২৩, ২) কাজের নাম : এন ই রেলওয়ে গোরক্ষপুর পিসিই অফিস কমপ্লেক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং কনফারেন্স হলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য সংযুক্ত সরঞ্জাম সহ ডিজিটাল কনফারেন্সিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। ৩) টেন্ডার মূল্য : ২৫,৫২,২৯১.১৮ টাকা (পঁচিশ লাখ বাহান্ন হাজার দুশো একানব্বই এবং আঠারো পয়সা)। ৪) টেন্ডার জামিন : ৫১,১০০ টাকা, ৫) প্রস্তাবের বৈধতা : ৬০ দিন। ৬) টেন্ডার বন্ধ এবং খোলার তারিখ এবং সময় : ডিএসটিই/টেলি, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর অফিস - ১২.০১.২০২৪ বিকেল ৩টা। ৭) সম্পাদনের মেয়াদ : ০৪ মাস। ৮) টেন্ডার নোটিশ এবং অন্যান্য নথির বিস্তারিত পাওয়ার ওয়েবসাইট : ***www.ireps.gov.in***। ৯) টেন্ডারের কোনও পরিবর্তন দেখতে ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে মূল টেন্ডার নোটিশের সংশোধনী দেখুন। ১০) টেন্ডার জামিন নগদে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে মাধ্যমে অথবা যেকোনও শিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির আকারে অথবা টেন্ডার নোটিশে উল্লিখিত মতে দাখিল করতে হবে। ১১) টেন্ডারদাতাদের/ ডাকদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নথিভুক্ত হতে হবে, কেবল নিবন্ধিত টেন্ডারদাতারা/ডাকদাতারাই ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। ১২) সংশ্লিষ্ট সকল নথি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময়ে আপলোড করতে হবে। ১৩) টেন্ডার নোটিশ, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট ***http://www.ireps. gov.in*** থেকে।

দ্রষ্টব্য :- টেন্ডারদাতা/ডাকদাতাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংযোজনীয়/বয়ান/পরিশিষ্ট ডাক প্রস্তাবের সঙ্গে আপলোড করতে হবে।

ডে. চিফ সিগ. অ্যান্ড টেলি. ইঞ্জি./টেলি/হেকো.
CPRO/Signal-83 গোরক্ষপুর

কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 507/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1GP/22/2023-24, Date: 09.12.2023** for 01 (One) no. scheme under **5th SFC (Tied) Fund.** Bid Submission Start Date: **09.12.2023 from 06:30 PM.** Bid Submission Closing Date: **21.12.2023 up to 12:00 PM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **23.12.2023 at 12:00 PM & 01:00 PM respectively.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

মিগজাউমের প্রভাবে এখনও বিপর্যস্ত চেন্নাই

মৃত বেড়ে ২৪, বহু এলাকায় খাদ্য-পানীয় জলের হাহাকার

চেন্নাই, ৯ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় কেটে গিয়েছে, কিন্তু তামিলনাড়ুতে এখনও তার দুর্ভোগ কাটেনি। বহু এলাকা এখনও জলমগ্ন। খাবার এবং পানীয় জলের সঙ্কটে হাহাকার দেখা দিয়েছে চারদিকে। শনিবার তামিলনাড়ু সরকার চেন্নাই-সহ একাধিক এলাকায় সমস্ত বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চেন্নাইয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪।

চেন্নাই ছাড়াও স্কুল বন্ধ থাকবে কাঞ্চিপুরম, তিরুভাল্লুর এবং চেঙ্গালপাট্টুতে। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে এই এলাকাগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টানা তিন দিন মুষলধারে বৃষ্টির ফলে চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছিল। বৃদ্ধ এবং শিশুদের পরিবহণের জন্য রাস্তায় নামাতে হয়েছিল নৌকো। শনিবার জল কিছুটা নামলেও ভোগান্তি কমেনি। এখনও বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন। অনেকে ঘরছাড়া।

ঝড়বৃষ্টিতে মৃত্যুও বেড়েছে। ভেঙে পড়া বেশ কিছু বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেহ। শুক্রবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে তিরুভাল্লুরে। তার আগের দিন ওই এলাকাতেই তিন জন বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছেন।

তামিলনাড়ু সরকারের তরফে ইতিমধ্যে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। সেই কাজে বরাদ্দ হয়েছে এক কোটি টাকা। সোমবারের মধ্যে যাতে স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন শুরু করা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে।

কেরলে ইতিমধ্যে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার তামিলনাড়ু, পুদুচেরী এবং কেরলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। এ ছাড়াও ভারী বৃষ্টি হতে পারে তিরুপুর, দিন্দিগুল, থেনি, বিরুধুনগর, শিবগঙ্গা, পুদুকোট্টাই, তাঞ্জাভুরেও। বৃষ্টি বাড়লে ক্ষয়ক্ষতি এবং ভোগান্তিও আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রায় ১০ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টের খোঁজ মিলছে না!

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, সরকারের অন্যতম সফল প্রকল্প হিসাবে পরিগণিত হয় এই প্রকল্প। গরিব নাগরিকদের ব্যাংকের দুয়ারে আনায় এই প্রকল্পের ব্যাপক সাফল্য দাবি করে নিজের সরকারের গুণগান করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। অথচ, সেই জনধন যোজনাতেই এবার বিরাট গরমিলের অভিযোগ।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জওহর সরকারের দাবি, এই জনধন যোজনাও ভুলে ভরা। এতে বিরাট দুর্নীতি হয়েছে। প্রমাণ হিসাবে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের দেওয়া একটি তথ্যও তুলে ধরেছেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় খোলা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে কতগুলি অ্যাকাউন্ট নিস্ক্রিয়? ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কী পরিমাণ টাকা জমা ছিল?

জওহরের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভগবত কারাদ স্বীকার করে নিয়েছেন জনধন যোজনার আওতায় খোলা মোট অ্যাকাউন্টের ১৮-২০ শতাংশ নিষ্ক্রিয় বা 'নিখোঁজ'। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় যে ৫০ কোটি ৮১ লক্ষ জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ১০ কোটিই এখন নিস্ক্রিয়। হয় ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে দীর্ঘদিন কোনওরকম লেনদেন হয়নি, নাহয় এই অ্যাকাউন্টগুলির মালিকদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, কেন্দ্র মেনে নিয়েছে, ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে এখনও ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা জমা রয়েছে। সচরাচর জনধন অ্যাকাউন্টে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা জমা পড়ে। জওহর সরকার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভগবত কারাদের দেওয়া জবাব পোস্ট করে বলছেন, সরকারের মন্ত্রীরা যখন জনধন যোজনার সাফল্য নিয়ে বুক বাজাচ্ছেন, তখন এই জনধন অ্যাকাউন্টগুলিতে সরকারি প্রকল্পেরই এই বিরাট অঙ্কের টাকা জমা পড়ে আছে। যার কোনও দাবিদারই নেই! স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই অ্যাকাউন্টগুলি কাদের? যদি এই অ্যাকাউন্টগুলি গরিব নাগরিকদের হয়, তাহলে তাঁদের ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় রাখা গেল না কেন?

গাজায় বন্দি প্যালেস্তাইনি যুবকদের অর্ধনগ্ন করে নিগ্রহ

ভাইরাল মর্মান্তিক ছবি

গাজা সিটি, ৯ ডিসেম্বর: গাজায় বন্দি ইজরায়েলিদের বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে বিশেষ বার্তা দিয়েছিল হামাস বাহিনী। এবার আটক পুরুষদের চোখ বাঁধা, অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তারা ইজরায়েলের হাতেই বন্দি বলে অভিযোগ। গাজায় ইজরায়েলির হাতে বন্দি পুরুষদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার হচ্ছে, এটা তার অন্যতম নজির বলে দাবি জানিয়েছে হামাস। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই ইজরায়েলের তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছে প্যালেস্তাইন, আরব-সহ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিগুলির কোনটিতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার উপর ফুটপাতে পুরুষদের কেবল অন্তর্বাস পরিয়ে, পিছনে হাত বেঁধে সার দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের পাহাড়া দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাঁদের জুতো

আবার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, গাজায় আটক পুরুষদের চোখ বাঁধা অবস্থায় বুলডোজার দিয়ে তৈরি করা বালির গর্তের কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই প্যালেস্তাইনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, নিরীহ নাগরিকদের উপর নৃশংস অত্যাচার করছে ইজরায়েল বাহিনী। ইজরায়েলের হাতে বন্দি এই পুরুষদের মধ্যে কয়েকজন প্যালেস্তাইনি সাংবাদিকও রয়েছেন বলে তিনি জানান।

যদিও ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী ছবিগুলি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি। তবে গোটা ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রেড ক্রস-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন।

রাম মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে

অযোধ্যা, ৯ ডিসেম্বর: আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। নতুন বছরেই লোকসভা নির্বাচনের আগে উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দিরের। ইতিমধ্যেই রাম মন্দিরের নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। সম্প্রতিই রাম মন্দির নির্মাণের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার সামনে এল রাম মন্দিরের গর্ভগৃহের ছবি। এখানেই প্রতিষ্ঠা করা হবে রামলালার মূর্তির।

শনিবার রাম মন্দির ট্রাস্টের সেক্রেটারি চম্পত রাই কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন রাম মন্দিরের গর্ভগৃহের। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'রামলালার গর্ভগৃহ প্রায় তৈরি। সম্প্রতিই লাইটিংয়ের ফিটিংও শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের সঙ্গে কিছু ছবি ভাগ করে নিলাম।'

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিশাল একটি কক্ষ। এই গর্ভগৃহের মাঝখানে উচু একটি স্তম্ভ তৈরি করা, যার নির্মাণকাজ এখনও বাকি। সেখানে শ্রীরামের একটি পতাকাও গোঁজা। রামলালাকে স্থাপন করার মূল স্থান এখনও তৈরি না হলেও, গর্ভগৃহের বাকি কাজ প্রায় শেষের পথে। মেঝে তৈরির কাজ চলছে। গর্ভগৃহের সাদা দেওয়ালে অসাধারণ কারুকার্যও ধরা পড়েছে ছবিতে।

এর আগে শুক্রবার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফেও রাম মন্দিরের নির্মাণকাজের ভিডিও পোস্ট করা হয়। সেখানে মন্দিরের চূড়ার কাজ করতে দেখা যায় শ্রমিকদের।

সম্প্রতিই রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাই জানিয়েছিলেন, রামলালার মূর্তির কাজও প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছরের বালকের রূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন শ্রীরাম। ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা হবে সেই মূর্তির। তিন ধরনের পাথর দিয়ে তিনটি মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। এরমধ্যে যে মূর্তিটি শ্রেষ্ঠ হবে, সেটিকেই গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই মূর্তি তৈরি হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দিরের। আপাতত শ্রী রাম জন্মভূমি ক্ষেত্রের বাইরে অস্থায়ী মন্দিরে রামলালার যে পাথরের মূর্তি রয়েছে, তা উদ্বোধনের দিন কোলে করে মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগের পুজো শুরু হবে। ২২ জানুয়ারি, উদ্বোধনের দিন ১০ থেকে ১৫ হাজার আমন্ত্রিত উপস্থিত থাকবেন।

পাসপোর্ট যাচাইয়ের জন্য থানায় গিয়ে গুলিবিদ্ধ মহিলা!

আলিগড়, ৯ ডিসেম্বর: পাসপোর্ট যাচাইয়ের জন্য থানায় গিয়ে গুলিবিদ্ধ মহিলা। থানার সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)-এর 'ভুল করে' ছোড়া গুলি ওই মহিলার মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। শুক্রবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের একটি থানায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। মহিলাকে আলিগড়ের জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। অভিযুক্ত এসআইয়ের নাম মনোজ শর্মা। তিনি ঘটনার পর থেকেই পলাতক। পুরো ঘটনাটির ভিডিও থানার সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ইশরাত নামের ওই মহিলা পাসপোর্ট যাচাইয়ের জন্য তাঁর ছেলেকে নিয়ে থানায় গিয়েছিলেন। একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর থানার এক পুলিশ আধিকারিক এসে এসআই মনোজের হাতে একটি পিস্তল তুলে দেন। মনোজ যখন পিস্তলটি পরিষ্কার করছিলেন, তখনই 'ভুলবশত' গুলি চালিয়ে ফেলেন তিনি। বন্দুকের মুখ মহিলার দিকে থাকায় সেই গুলি তাঁর মাথায় গিয়ে লাগে। মাটিতে পড়ে যান তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসাতালে ভর্তি করানো হয়।

সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুর হারিস খান বলেন, 'বুলেটটি এখনও মহিলার মাথায় আটকে রয়েছে। অস্ত্রোপচার হবে কি না তা নিয়ে আলোচনা চলছে।'

আলিগড়ের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) কালানিধি নাইথানি জানিয়েছেন, গুলি ওই মহিলার মাথার পিছনে লেগেছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য ওই এসআইকে তাৎক্ষণিক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'কর্তব্যে অবহেলার জন্য এসআই মনোজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলার চিকিৎসা করা হচ্ছে। অভিযুক্ত এসআই বর্তমানে পলাতক। তাঁকে ধরতে একটি দল গঠন করা হয়েছে।'

প্রায় ৫ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে ফেরত পাঠাল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ৯ ডিসেম্বর: আফগানিস্তানে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর জেরে সে দেশের বহু নাগরিক বিভিন্ন সময়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাকিস্তানে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেই লক্ষাধিকের ছিল না কোনও বৈধ কাগজ। সে রকমই আফগান শরণার্থীদের আফিগানিস্তানে ফেরত পাঠাচ্ছে পাকিস্তান। গত ২ মাসে এরকম প্রায় ৫ লক্ষ আফগানকে ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছে পাকিস্তান সরকার। ঋণে জর্জরিত পাক সরকার গত কয়েক মাস ধরেই আফগানদের ফেরত পাঠানোর কথা জানিয়েছিল। তাই এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিভিন্ন সময় ধরে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল প্রচুর আফগান শরণার্থী। ১৯৭৯-৮৯ পর্যন্ত সোভিয়েত দখলদারির সময়ে আফগানিস্তানের প্রায় ১৭ লক্ষ বাসিন্দা চলে আসেন পাকিস্তানে। ২০২১ সালে তালিবান ফের ক্ষমতা দখল করতেই প্রায় ৫ লক্ষ আফগান চলে আসেন পাকিস্তানে। এদের মধ্যে অনেকেরই বৈধ কাগজ ছিল না। তাঁদেরই এ বার ফেরত পাঠাচ্ছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকারের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী সরফরাজ বুগতি জানিয়েছেন, ৪ লক্ষ ৮২ হাজারেরও বেশি আফগান নাগরিককে গত ২ মাসে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই সংখ্যার ৯০ শতাংশ স্বেচ্ছায় গিয়েছেন বলে দাবি পাকমন্ত্রীর। জানা গিয়েছে, এই আফগানদের মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোনও দিন এই দেশ থেকে হয়তো ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাজ পড়েছে তাঁদের মাথায়। পরিস্থিতির চাপে যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা, সেখানেই ফিরতে হচ্ছে তাঁদের।

সোনিয়া গান্ধির জন্মদিনে এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: সবার উপরে মানুষ সত্য! রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য রয়েছে। তবে সৌজন্যতায় খামতি নেই। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোমি। শনিবার সকালেই প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীকে ৭৮ তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সোনিয়া গান্ধির সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর কামনা করে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোমি টুইটারে লিখেছেন, 'সোনিয়া গান্ধিজিকে তাঁর জন্মদিনের অভিনন্দন। প্রার্থনা করি, তিনি আরও সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন পান।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শশী থারুর-সহ দলের প্রবীণ নেতারাও সোনিয়া গান্ধিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের কাছে সোনিয়া গান্ধি অনুপ্রেরণা বলে টুইটারে উল্লেখ করেছেন শশী থারুর। আবার কংগ্রেসের কঠিন সময়ে সোনিয়া গান্ধি দলকে অসাধারণভাবে পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি ইউপিএ সরকারের স্থপতিকার ও দেশের জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন কেসি বেণুগোপাল।

প্রসঙ্গত, গত বছর, সোনিয়া গান্ধির ৭৭ তম জন্মদিন রাজস্থানের রণথম্ভোরে উদযাপিত হয়েছিল। সেই সময় সেখানে কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' চলছিল। তাই রণথম্ভোরেই পরিবার ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করেন সোনিয়া গান্ধি।

বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান চলাকালীন দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত ৭

লখনউ, ৯ ডিসেম্বর: বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হল সাত জনের। আহত ১৬ জন। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার ঘোসি এলাকার ঘটনা। যে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে দু'জন শিশু এবং পাঁচ জন মহিলা। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ঘোসি এলাকায় একটি বিয়েবাড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান চলছিল। গায়েহলুদের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য মহিলারা বিয়েবাড়ির সামনে দিয়ে লাইন দিয়ে আসছিলেন। সঙ্গে ছিল বেশ কয়েক জন শিশু। এমন সময় রাস্তার ধারে থাকা একটি দেওয়াল হঠাৎই ভেঙে যায়। বেশ কয়েক জন মহিলা দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েন। সঙ্গে ছিল কয়েক জন শিশুও। মউ জেলার জেলাশাসক অরুণ কুমার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মৃতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবার পিছু ৫০ হাজার করে আর্থিক সাহায্যের কথা জানিয়েছেন আদিত্যনাথ।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রিঙ্কু নাকি জিতেশ, চিন্তায় বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আক্ষেপের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ। ভারত এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে। হাতে যে খ ুব বেশি সময়ও আছে তা নয়, আগামী বছরের জুনেই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে চমক দিতে পারে ভারত।

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নেই গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বিরাট কোহলি। আবার বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে খুব ভালোভাবে আছেন তরুণ রিংকু সিং ও জিতেশ শর্মা। লোয়ার অর্ডারে আক্রমণাত্মক ফিনিশার খুঁজছে ভারত, সেই চাহিদা মেটাতেই ভাবা হচ্ছে রিংকু ও জিতেশের কথা।

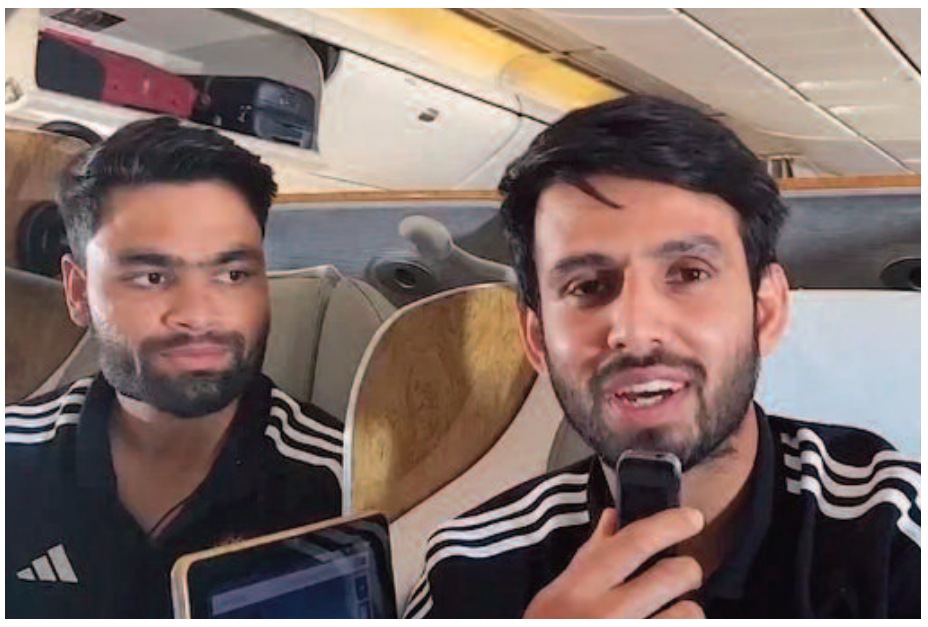

উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জিতেশের হয়ে সংখ্যাও কথা বলছে। ২০২১ সাল থেকে গত আইপিএলের মাঝপথ পর্যন্ত ৩০ বলের কম খেলা ইনিংসগুলোয় তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ। মাত্র দুজন ব্যাটসম্যান তাঁর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে ৩০ বা এর চেয়ে বেশি রান করেছেন। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে জিতেশেরই স্ট্রাইক রেট সবচেয়ে বেশি; ১৯৪। নম্বর ৪ বা এর পরে নেমে জিতেশ রান করেছেন ৩৭ গড় ও ১৭৭ স্ট্রাইক রেটে।

অন্যদিকে রিংকু আইপিএলে ৫ বলে ৫ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানোর পর থেকেই আলোচনায় আছেন। তবে শুধু ওই এক ম্যাচ নয়, আইপিএলে রিংকু নিয়মিত পারফর্ম করেছেন। ২০১৮ সালে আইপিএল অভিষেক হওয়া রিংকুর গড় ৩৬ ও স্ট্রাইক রেটে ১৪২। আর অন্য ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে গড় ৩২ আর স্ট্রাইক রেট ১৪৫।

বাঁহাতি হওয়ায় স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে জিতেশের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারেন রিংকু। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রিংকুর গড় ৬০ আর স্ট্রাইক রেটে ১৮৭.৫০। অন্যদিকে জাতীয় সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে জিতেশকে ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। অনেকবার স্কোয়াডে থাকলেও জিতেশ মূল দলে প্রথমবার খেলেছেন সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে। সেই ম্যাচে ১৯ বলে ৩৫ রান করার পর সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান করেছিলেন ১৬ বলে ২৪ রান। এই সিরিজের আগে ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন জিতেশ।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে বিশ্বকাপ দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এবার বাড়তি সতর্ক থাকতে পারে। এর আগে আইপিএল পারফরম্যান্স দেখে দীনেশ কার্তিক, দীপক হুদা ও বরুণ চক্রবর্তীকে বিশ্বকাপ দলে নিয়ে সফলতা পায়নি ভারত। তাই এই দিকটিকেও মাথায় রাখতে হচ্ছে ভারতকে।

যে কারণে ১০ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এই দুই ক্রিকেটারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনরিখ নর্কিয়া ও কাগিসো রাবাদা না থাকলেও বাউন্সি উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভালোই পরীক্ষা নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা। সেখানে ভালো করলেই হয়তো বিবেচনায় আসবেন এই দুই ব্যাটসম্যান।

উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে লড়াই হলে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া কঠিন হতে পারে জিতেশের। যেই সুযোগ পান তাঁর ব্যাট করতে হতে পারে ৫ নম্বরে। ৬ নম্বরে হার্দিক পান্ডিয়া। অর্থাৎ রিংকু দলে সুযোগ পেলে তাঁকে খেলতে হবে ৭ নম্বরে। আর রিংকুকে সুযোগ দিলে ভারতকে খেলতে হবে চার বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে। যেটা ভারত চাইবে কি না, সেটাও প্রশ্ন।

সবকিছুর পর নিজেদের সর্বোচ্চটা করেও স্কোয়াডে জায়গা না,ও পেতে পারেন এই দুজনের কেউই। কারণ, ভারত হাঁটতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের কৌশলে। অর্থাৎ অভিজ্ঞদের ওপর ভরসা রেখেই বিশ্বকাপে যেতে পারে ভারত।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পিচকে 'গড়পড়তা' রেটিং আইসিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্য ব্যবহৃত আহমেদাবাদের পিচকে 'গড়পড়তা' রেটিং দিয়েছে আইসিসি। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটের পিচ ও আউটফিল্ড রেটিংয়ের তালিকা এই সপ্তাহে হালনাগাদ করেছে আইসিসি।

সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের পাঁচ ভেন্যুর আটটি ম্যাচের উইকেট 'গড়পড়তা' রেটিং পেয়েছে। যেখ ানে স্বাগতিক ভারতের ছিল পাঁচটি ম্যাচ। ওয়াংখেড়েতে হওয়া ভারত-নিউজিল্যান্ডের প্রথম সেমিফাইনালের পিচ 'ভালো' রেটিং পেয়েছে। এই ম্যাচের আগে পিচ পরিবর্তন নিয়ে ভারতের বেশ সমালোচনা হয়েছিল।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালের পিচেই হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম পর্বের ম্যাচটি। আইসিসির পিচ উপদেষ্টা অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের সুপারিশে, ভারত পাকিস্তান ম্যাচের পিচও ছিল 'গড়পড়তা' মানের।

এ ছাড়া কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পিচকেও 'গড়পড়তা' রেটিং দেওয়া হয়েছে। এই মাঠে প্রথম পর্বে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচের পিচও একই রেটিং পেয়েছে। পুনেতে হওয়া বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পিচকেও 'গড়পড়তা' রেটিং দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চেন্নাইয়ে প্রথম পর্বে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, লক্ষ্ণৌতে ভারত ও ইংল্যান্ড ম্যাচের উইকেট গড়পড়তা রেটিং পেয়েছে।

ধর্মশালায় বিশ্বকাপের পাঁচ ম্যাচের চারটির আউটফিল্ডকেও গড়পড়তা রেটিং দিয়েছে আইসিসি। টুর্নামেন্টের সময় এই মাঠের বাজে আউটফিল্ড নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল অনেক। ক্রিকেটাররাও এমন আউটফিল্ডের সমালোচনা করেছেন।

সাধারণত ম্যাচ রেফারি উইকেটকে ছয় ধরনের রেটিং দেন। খুব ভালো, ভালো, গড়পড়তা, গড়পড়তার নিচে, বাজে, অযোগ্য। শুধু গড়পড়তার নিচে, বাজে, অযোগ্য পিচকেই ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়ে থাকে।

'আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো, মনে মনে টের পেয়েছিলাম', বলছেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক বছর আগে এই সময়ে রীতিমতো উড়ছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। বিশ্বকাপ তখন ছিল হাত ছোঁয়া দূরত্বে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৮ ডিসেম্বর অবিশ্বাস্য এক ফাইনাল শেষে ট্রফিটা উঠেছিল লিওনেল মেসির হাতে। এক বছর পর এখন চলছে আর্জেন্টিনার ৩৬ বছর পর বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তির প্রস্তুতি। নানাভাবে সে সময়টাকে ফিরে দেখ া হচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হয়েছে '১৮-ডি, দ্য ইটারনাল ফাইনাল' নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র।

গতকাল শুক্রবার এই প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছে আর্জেন্টাইন টেলিভিশন চ্যানেল টিভি পাবলিকা। যেখানে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের নানা গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সেই প্রামাণ্যচিত্রে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা নিয়ে কথা বলেছেন লিওনেল মেসিও। মেসি বলেছেন, তাঁদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো। এমনকি বিশ্বকাপ জিততে পারেন এমন অনুভূতিও নিজের মনে জেগেছিল বলে মন্তব্য করেছেন মেসি।

বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি নিয়ে প্রামাণ্যচিত্রে মেসি বলেছেন, 'আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো। আমি মনে মনে টের পেয়েছিলাম। আমি এটা জানতাম।'

এই প্রামাণ্যচিত্রের ট্রেলারে দেখা গেছে আনহেল দি মারিয়াকেও। তিনিও ভক্ত-সমর্থকদের আরেকবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন বিশ্বকাপ জয়ের সে মুহূর্তে। এই প্রামাণ্যচিত্রে সেই মহাকাব্যিক দিনে দর্শকদের উন্মাদনা থেকে খেলোয়াড়ের সেদিনের গতিবিধির অনেকটাই তুলে ধরা হয়েছে।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তকে ধরে রাখতে নানা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রগুলো। এর আগে সম্প্রতি অন্য এক প্রামাণ্যচিত্রেও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কথা বলেছেন মেসি।

সেখানে আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছিলেন, 'এটা সবারই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সবাই বড় স্বপ্ন দেখে এবং জাতীয় দলের হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি ক্লাব পর্যায়ে বার্সেলোনার হয়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবকিছু জিততে পেরেছি। শুধু এটাই (বিশ্বকাপ) আমার অধরা ছিল। খুব কমসংখ্যক মানুষ আছে, যারা বলতে পারে যে তারা সবকিছু জিতেছে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি তাদের একজন।'

প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার অনুমতি রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলিটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিরপেক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলেটদের অংশ নেওয়ার ব্যাপারে গত শুক্রবার সবুজসংকেত দিয়েছেন অলিম্পিকপ্রধানেরা। দলীয় ইভেন্টের বাইরের প্রতিযোগিতায় এই অ্যাথলেটরা অংশ নিতে পারবেন এবং সে জন্য ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে তাঁরা সমর্থন দিতে পারবেন না।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, রাশিয়ার ৮ জন ও বেলারুশের ৩ জন অ্যাথলেট এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ অ্যাথলেট হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সে তুলনায় ইউক্রেন থেকে সুযোগ পাওয়া অ্যাথলেটদের সংখ্যা বেশি। ইউক্রেন থেকে এ পর্যন্ত ৬০ জনের বেশি অ্যাথলেট প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

আইওসি নির্বাহী বোর্ড জানিয়েছে, 'যেসব নিরপেক্ষ অ্যাথলেট আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলোর (আইএফএস) বর্তমান বাছাইপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা হবে।' তবে এ কথাও যোগ করা হয়েছে, সে জন্য অ্যাথলেটদের কিছু কঠিন শর্ত পূরণ করতে হবে। 'রাশিয়া ও বেলারুশের পাসপোর্টধারী অ্যাথলেটদের দল' হিসেবে কেউ প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন না। এ ছাড়া 'সক্রিয়ভাবে যুদ্ধকে সমর্থন দেওয়া অ্যাথলেটরা' প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন না এবং 'রাশিয়া ও বেলারুশের সামরিক বাহিনী কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অ্যাথলেটরা' প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, '২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের কোনো অফিশিয়াল অনুষ্ঠান কিংবা ভেন্যুতে রাশিয়া ও বেলারুশের পরিচয়যুক্ত জাতীয় সংগীত, পতাকা প্রদর্শন করা হবে না।' এ ছাড়া 'রাশিয়া ও বেলারুশ সরকারের কোনো অফিশিয়ালকেও ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।'

রাশিয়া আইওসির এ সিদ্ধান্তকে 'বৈষম্যমূলক' বলেছে, তবে যোগ্যতা অর্জনকারী অ্যাথলেটরা প্যারিসে যেতে পারবেন বলেও জানিয়েছে। রাশিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী ওলেগ মেতিয়াতসিন বলেছেন, 'শর্তগুলো বৈষম্যমূলক। এগুলো খেলাধুলার নীতির বিরুদ্ধে যায়। তারা রাশিয়ার খেলাধুলা নয়, অলিম্পিক গেমসের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। এটা অগ্রহণযোগ্য।' বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের সভাপতি সেবাস্তিয়ান কোয়ে অবশ্য জানিয়েছেন, প্যারিস অলিম্পিকের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে কোনো নিরপেক্ষ প্রতিযোগী অংশ নিতে পারবেন না। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক হামলা করার পর দুই দেশের অ্যাথলেটরা বিভিন্ন খে লাধুলায় নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে এ সময়ে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু খেলাধুলার নিয়ম শিথিল করে এ দুটি দেশের অ্যাথলেটদের খেলায় ফিরতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোও অবশ্য শর্তের ভিত্তিতে। তবে অ্যাথলেটিকসে রাশিয়া ও বেলারুশের ক্রীড়াবিদেরা এখনো নিষিদ্ধ। সংবাদ সম্মেলনে সেবাস্তিয়ান কোয়ে বলেছেন, 'রাশিয়া ও বেলারুশের কিছু নিরপেক্ষ অ্যাথলেটকে প্যারিসে দেখ া যাবে, কিন্তু সেটা অ্যাথলেটিকসে নয়। এ নিয়ে আমাদের খেলাটির অবস্থান এখনো অপরিবর্তিত।'

গত মার্চে রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলেটদের ওপর থেকে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় আইওসি। ইউক্রেন অভিযানে সমর্থন নেই এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই;এ দুটি শর্তে নিরপেক্ষ অ্যাথলেট হিসেবে অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাঁদের। গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফেডারেশন ও জাতীয় অলিম্পিক কমিটির প্রতিনিধিরা বিষয়টি আবারও সামনে টেনে নিয়ে আসেন। তাঁরা রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলেটদের নিরপেক্ষ পতাকার অধীন অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার কথা বলেন। আগামী ২৬ জুলাই শুরু হয়ে ১১ আগস্ট শেষ হবে প্যারিস অলিম্পিক। লুইজিয়ানায় অলিম্পিক সম্মেলনে অ্যাথলেটদের প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে 'স্পষ্টতা' চেয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়ামন্ত্রী মাতভাই বিদনাই বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যথাযথভাবে বলেছেন, রুশ অ্যাথলেটদের নিরপেক্ষ পতাকায় রক্তের দাগ থাকবে। আমরা আইওসির কাছ থেকে নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সিদ্ধান্ত আশা করি, যেটা রাশিয়াকে সামরিক প্রচারণায় খেলাধুলাকে ব্যবহার করতে দেবে না।' গত অক্টোবরে রাশিয়া অলিম্পিক কমিটিকে (আরওসি) নিষিদ্ধ করে আইওসি। গত মাসে এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (সিএএস) আপিল করেছে আরওসি।

আবার আলোচনায় বাবরের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার পরেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। শুধু এক দিনের ক্রিকেট নয়, কোনও ফরম্যাটেই অধিনায়ক থাকেননি। নিজে সেই বিষয়ে এখ নও পর্যন্ত কোনও কথা না বললেও বাবরকে নিয়ে মুখ খ ুললেন তাঁর কাছের বন্ধু শাদাব খ ান।

১৫ নভেম্বর বাবর নেতৃত্ব ছাড়ার পর পাকিস্তান দু'টি ফরম্যাটে দু'জন আলাদা অধিনায়ক বেছে নেয়।

টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় শান মাসুদকে। টি-টোয়েন্টিতে দায়িত্ব পান শাহিন আফ্রিদি। বাবরের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন শাদাব।

এক ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই তাদের ব্যক্তিগত। বাবর হয়তো নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছে। আমরা ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ও অধিনায়ক থাকাকালীন দারুণ সময় কাটিয়েছি। এ বার শাহিন সেই দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা ওর অধীনে খেলার জন্যেও মুখিয়ে রয়েছি।

শাদাব আরও বলেছেন, পাকিস্তান সুপার লিগে শাহিনের অধিনায়কত্ব আমরা দেখেছি। খুব ভাল নেতৃত্ব দিয়েছে। দেখা যাক দেশের হয়ে প্রথম বার নেতৃত্ব দিতে নেমে ও কেমন খেলে। কতটা মজা করতে পারি সেটাও দেখার। আমি নিজে তো ব্যক্তিগত ভাবে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।

টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে শাহিনের প্রথম কাজ নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে ১২ জানুয়ারি, অকল্যান্ডে। শেষ টি-টোয়েন্টি ২১ জানুয়ারি ক্রাইস্টচার্চে।

মিরপুর টেস্ট হারের মুখ দেখল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩৭ রান; লড়াই করার জন্য বাংলাদেশ দলের বোলারদের পুঁজি এটুকুই। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে চতুর্থ দিনের উইকেট স্পিনারদের পক্ষে। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দল স্পিন সামলানোয় সেরা, সেটাও বলার উপায় নেই। তবু রানটা কমই মনে হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত রানের অভাবেই মিরপুর টেস্ট হাতছাড়া হলো বাংলাদেশের; এর সঙ্গে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবারের মতো টেস্ট সিরিজে হারানোর সুযোগও। নিউজিল্যান্ড মিরপুরে ৪ উইকেটে জেতায় দুই দলের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১,এ ড্র হলো। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ১৫০ রানে জিতেছিল বাংলাদেশ।

চতুর্থ দিন সকালের সেশনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস যখন ১৪৪ রানে থামে, তখনই কুয়াশা সরিয়ে সূর্য তাপ দিতে শুরু করছিল। দিনের সেরা ব্যাটিং কন্ডিশন বলতে যা বোঝায়, সেটাই পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। বাংলাদেশের পক্ষে যদি কিছু থেকে থাকে, সেটি হচ্ছে নতুন বল। মিরপুরের এই উইকেটে নতুন বলে স্পিন খেলা কঠিন। বাংলাদেশ সে সুবিধা দিয়ে প্রথম ইনিংসের মতো (৫৫ রানে ৫ উইকেট) দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫১ রানে নিউজিল্যান্ডের ৫ উইকেট তুলে নেয়। সেখান থেকে আরও একবার নিউজিল্যান্ডের ত্রাণকর্তা গ্লেন ফিলিপস। তাঁর অপরাজিত ৪০ রানে ৪ উইকেটের জয় পেল নিউজিল্যান্ড।

এর আগে দ্রুত ৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে জয়ের আশা দেখিয়েছিল মিরাজ-তাইজুল জুটি। দিনের দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে পেসার শরীফুল ইসলামের বলে নিউজিল্যান্ড ওপেনার ডেভন কনওয়ে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন। অফ স্টাম্পের বাইরের বল খ ানিকটা নিচু হয়ে ভেতরে এসে কনওয়ের প্যাড খুঁজে নেয়। ১৫ বলে ২ রান করা কনওয়ের ইনিংস থামে তাতে।

পরের উইকেটের জন্য বাংলাদেশকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। দশম ওভারে মিডল স্টাম্পের ওপর তাইজুলের ফ্লাইট মেশানো বল সামনের পায়ে খে লার চেষ্টা করেন কেইন উইলিয়ামসন। কিন্তু পিচ পর্যন্ত যেতে পারেননি তিনি। নিখুঁত টার্নের সঙ্গে মেশানো বাড়তি বাউন্স উইলিয়ামসনকে পরাস্ত করে যায় উইকেটের পেছনে। উঁচু হয়ে আসা বলটি গ্লাভসবন্দী করেই স্টাম্প ভেঙে দেন নুরুল। তাতেই ১১ রান করা উইলিয়ামসনের ইনিংস থামে। চলতি সিরিজে চার ইনিংসে তৃতীয়বার উইলিয়ামসনকে আউট করলেন তাইজুল। চারে নামা হেনরি নিকোলসকে (৩) বেশিক্ষণ টিকতে দেননি মিরাজ। স্টাম্প তাক করে করা বল ভুল লাইনে খেলে এলবিডব্লু হন তিনি। টপ অর্ডারের অন্যরা যখন আসা,যাওয়ায় ব্যস্ত, তখন ল্যাথাম এক প্রান্ত ধরে রেখে ছিলেন। ২১তম ওভারে ল্যাথামের লড়াই থেমেছে মিরাজের দারুণ বোলিংয়ে। ৬০ বলে ২৬ রান করে মিরাজের অফ স্টাম্পের বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া বলে প্রথম স্লিপে থাকা নাজমুলের হাতে ক্যাচ তোলেন ল্যাথাম।

ঠিক পরের ওভারেই আরও একবার নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ে আঘাত হানেন তাইজুল। এবার শিকার টম ব্লান্ডেল (২)। বাঁহাতি স্পিনারের বাড়তি বাউন্স মেশানো বল উইকেটের পেছনে যাওয়া আগে ছুঁয়ে যায় ব্লান্ডেলের গ্লাভস। নিউজিল্যান্ড দলের রান তখন ৫ উইকেটে ৫১, প্রথম ইনিংসে কিউইরা ৫ উইকেট হারিয়েছে ৫৫ রানে। উইকেটসংখ্যা খুব দ্রুতই ৬ হতে পারত। আর সেই ষষ্ঠ উইকেট হতে পারতেন প্রথম ইনিংসে ৮৭ রান করা গ্লেন ফিলিপসের। কিন্তু মিরাজের বলে স্লিপে নাজমুলের হাত ফসকে যায় ফিলিপসের ক্যাচ। তখন ফিলিপস রানের খাতা খে লেননি। মিরাজ অবশ্য ২৭তম ওভারে ১৯ রান করা ড্যারেল মিচেলকে নাজমুলের তালুবন্দী করেন। ৬৯ রানে ৬ উইকেট হারানো নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় সেশনের বাকি সময়টা পার করে ফিলিপস ও মিচেল স্যান্টনারের সৌজন্যে। দুজন মিলে ৭৭ বলে ৭০ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে ইনিংসের ৪০তম ওভারে নিয়ে যান জয়ের বন্দরে। বাংলাদেশ দল জুটি ভাঙার বেশ কয়েকটি সুযোগ সৃষ্টি করেও সফল হয়নি। শূন্য রানে সুযোগ পাওয়া ফিলিপস প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ৪৮ বলে অপরাজিত ছিলেন ৪০ রানে, স্যান্টনার ৩৯ বলে করেছেন অপরাজিত ৩৫। বাংলাদেশের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন মিরাজ, ২ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**